CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 January, 2024 ■ আগরতলা ৯ জানুয়ারি ২০২৪ ইং ■ ২৩ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন ত্রিপুরার অগ্রগতিতে শ্রী সাহার অবদান উল্লেখযোগ্য। সমাজের তৃণমূল স্তর এবং পশ্চাদপদ শ্রেণীর মানুষের কাছে উন্নয়ন পৌঁছানোর ব্যাপারকে তিনি নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে, টেলিফোনে জন্মদিনে মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি দৌপ্রদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়, গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ সহ বহু রাজনৈতিক নেতৃত্ব। প্রদেশ বিজেপির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন মোদীর

মনির হোসেন

ঢাকা,জানুয়ারী ০৮।। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি ৮ জানুয়ারী প্রেরিত একটি অভিনন্দন পত্রে আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক তাঁর দেশকে টানা চতুর্থ মেয়াদে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার সময়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ সূচক বক্তব্যে

লিঙ্গ পরিবর্তন ঃ দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র ঃ রতন নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে ভারতীয় সমাজে লিঙ্গ পরিবর্তন, লিভ ইন রিলেশনশিপ ইত্যাদির মতো অনুশীলনগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচার করা হচ্ছে। বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক বক্তব্যে এই দাবি করেছেন ত্রিপুরার পরিষদীয় মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর কথায়, লিঙ্গ পরিবর্তন একটি নতুন আমদানীকৃত খারাপ প্রবণতা যা এই দেশে শুরু হয়েছে। পুরুষ এবং মহিলারা কিছু পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁদের শারীরিক গঠনের পরিবর্তন করছেন। এটা প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী। একইভাবে, লিভ ইন রিলেশনশিপও সমাজের একাংশের দ্বারা সমর্থন করা হচ্ছে। এই সমস্ত জিনিসগুলি আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার জন্য ভারতের প্রতি ঈর্ষান্বিত দেশগুলির দ্বারা তৈরি সুনিপুণ ষড়যন্ত্রের একটি অংশ।

তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকারের নীতি, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজের সাফল্য রাজ্যপালের ভাষণে ফুটে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, আমরা একসাথে হাঁটব, একসাথে চলব, একসাথে ভাবব, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে পাঁচ নম্বর

অনুচ্ছেদে প্রধানমন্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন। রাজ্যপাল বলেছেন, সমাজের সকল অংশের মানুষের বিকাশ ও দেশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া, জনকল্যাণে উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তির ব্যবহার ও পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে দেশ ২০২৬-এর মধ্যে ৫ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যের অর্থনীতি গড়ে তোলার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি ১৩তম ত্রিপুরা বিধানসভার তৃতীয় অধিবেশনের প্রথম দিনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ভাষণ দিয়েছিলেন। আজ রাজ্যপালের ভাষণের উপর আনা ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সূচনা করেন পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ।

পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ আলোচনার শুরুতেই বিরোধী দলের সদস্যদের আনা সংশোধনী প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করেন এবং রাজ্যপালের ভাষণের পূর্ণ সমর্থন জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, আমাদের দেশে ৪টি জাতি। মহিলা, গরীব, কৃষক ও যুবক। বিশেষ করে তাদের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। এ বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সাফল্যের তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার কাজ চলছে। ভারত বিশ্বগুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

আলোচনা করতে গিয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শগুলি আমাদের সবার গ্রহণ করা উচিত। প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া দিশায় আমরাও কাজ করছি। রাজ্যের মানুষকে আত্মনির্ভর করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সারা রাজ্যে ৪৭,২০৮টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

'হিট অ্যান্ড রান' প্রসঙ্গে সাংসদ বিপ্লব

জনগণের ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্যেই ভারতীয় আইনে পরিবর্তন আনা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ব্রিটিশ আমলের আইনী ব্যবস্থাকে বদলে জনসাধারণের ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্যেই ভারতীয় আইনে পরিবর্তন এনেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। এক্ষেত্রে হিট এন্ড রান, সংগঠিত অপরাধ কিংবা গণধোলাই সংক্রান্ত অপরাধে তদন্তক্রমে বিচারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অযথা কাউকেই ঘাবড়ানোর প্রয়োজন নেই। আজ আগরতলায় রাজ্য অতিথিশালায় সাংবাদিক সম্মেলনে অভয় দিয়ে একথা বলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় আইনে কেন্দ্রীয় সরকার পরিবর্তন আনার পর থেকে ত্রিপুরা সহ সারা দেশ জুড়ে ট্রাক চালকরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় দন্ডবিধি-১৮৬০ বদলে করেছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা পরিবর্তন করেছে ১৯৭৩ সালের সিআরপিসি-কে। এছাড়া ১৮৭২ সালের ইন্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিয়েছে ভারতীয় সাক্ষ্য বিল।

কেন্দ্রের এই সাহসী পদক্ষেপে ভীষণভাবে চটেছেন ট্রাক চালকরা। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা, ওই আইনের গুতোয় আর্থিক এবং সামাজিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভার টুকিটাকি

আরক্ষা দপ্তরে শূণ্যপদ ৬৮৯১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ।। রাজ্য আরক্ষা দপ্তরে বর্তমানে ৬৮৯১টি শূন্য পদ রয়েছে। এয়োদশ বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশনের আজ দ্বিতীয় দিনে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক নারায়ণ সরকারের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য দিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। তাঁর কথায়, শূন্যপদ পূরণ একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্মৃতিচারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ।। রাজ্য বিধানসভায় আজ বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথন, হজাগিরি নৃত্যের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী ও নৃত্যগুরু মৈত্যরাম রিয়াৎ, বিশিষ্ট রসেন বাদক থাঙ্গা দার্লং এবং রাজ্যের প্রাক্তনমন্ত্রী সুনীল চন্দ্র দাসের প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন প্রয়াতদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চন্দ্রযান-৩ অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ।। চন্দ্রযান-৩ এর চন্দ্রপৃষ্ঠে সফল ও মসৃণভাবে অবতরণ এবং এই অভিযানের সফল কর্মসম্পাদনের জন্য রাজ্য বিধানসভার পক্ষ থেকে আজ ইসরোর বৈজ্ঞানিক সহ এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ গ্লোবাল সামিটের অসাধারণ সাফল্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা

ঋণ দ্বারা চালিত উন্নয়নকে প্রগতি বলা যায় না ঃ অনিমেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা সোমবার ত্রিপুরা সরকারের উপর ঋণের ক্রমবর্ধমান বোঝা নিয়ে তীব্র হতাশা প্রকাশ করেছেন এবং বলেন যে ঋণ দ্বারা চালিত উন্নয়নকে 'প্রগতি' বলা যায় না।

ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে শ্রী দেববর্মা বলেন, " বাম নেতৃত্বাধীন সরকারের পতনের পরে প্রথম বিজেপি সরকার গঠিত হয়েছিল, তখন রাজ্য সরকারের মোট ঋণ ছিল ১৩০০০ কোটি টাকা। এটি একটি প্রধান হাইলাইট ছিল এবং এটি সেই সময়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুও ছিল। কিন্তু, আজকে আমাদের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে। অন্তত, আমার কাছে যে পরিসংখ্যান আছে তা তাই বলে"। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের উপর ঋণের মোট বোঝা এখন ২১০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার পরিচালনায় গত ছয় বছরে, সরকার আরো ৮, ৬০০ কোটি টাকার বোঝা বাড়িয়েছে।

তিনি প্রশ্ন করেন 'আমাদের রাজ্য সরকারের রাজস্বের নতুন উৎস কোথায়? আমরা যদি রাজ্যের জন্য রাজস্বের নতুন ধারা তৈরি করতে ব্যর্থ হই তাহলে আত্মনির্ভর ত্রিপুরার স্লোগান কখনোই বাস্তবে পরিণত হবে না।' ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একই রাতে ১০টি গবাদি চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ জানুয়ারি ।। গবাদি পশু চুরির ঘটনা রাজ্যজুড়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিনিয়ত রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে এই গবাদি পশু চুরির ঘটনা উঠে আসছে। বিশেষ করে সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় এই চুরির মাত্রা অত্যাধিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রবিবার রাতে চম্পকনগর এলাকা থেকে ১০টি গবাদি পশু চুরির অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এদিন চম্পকনগরের বেশ কয়েকজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাম ছাত্র সংগঠনের পার্লামেন্ট অভিযান ১২ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। জাতীয় শিক্ষা নীতির নাম করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে দেশের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। ফলে দেশ সামগ্রিকভাবে এক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এই অভিযোগ এনে আগামী ১২ই জানুয়ারি দিল্লির রাজপথে এস এফ আই সহ দেশের মোট ১৬ টি ছাত্র সংগঠন "শিক্ষা বাঁচাও, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রত্যাখ্যান করো এবং দেশ বাঁচাও, বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করো" এই স্লোগানকে সামনে রেখে পার্লামেন্ট অভিযান করবে। সোমবার বিকেলে ছাত্র যুবক ভবন থেকে আয়োজিত পোস্টারিং ও মিছিল থেকে এ কথা বলেন এস এফ আই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব।

এসএফআই এবং টি এস ইউ -র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচি থেকে তিনি আরো বলেন, পার্লামেন্ট অভিযানে ত্রিপুরা থেকে ৭৫ জন নেতৃত্ব ও কর্মী অংশ নেবে।

পাশাপাশি দিল্লিতে পাঠরত যারা ত্রিপুরার ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে তারাও সামিল হবে এই আন্দোলনে বলে জানিয়েছেন নেতৃত্বরা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিকাশের পথে এগুচ্ছে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল ঃ কপিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। বিগত দশ বছর ধরে প্রধানমী নরেন্দ্র মোদি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। এতে একথা বলেন। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে এতে সন্তোষ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় প্রতিমী বলেন, রেগা, জানান, স্বসহায়ক দলের মহিলা সদস্যাদের লাখপতি দিদি বানানোর লক্ষ্য অনুযায়ী রাজ্যের ৮০,০০০ বেশি মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছেন। স্বসহায়ক দলের সাথে যুক্ত অবশিষ্ট মহিলাদেরও দেড় বছরের মধ্যে লাখপতি দিদি বানানোর জন্য রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা জারি রয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় প্রতিমী আরও বলেন, স্বামিত্ব প্রকল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। কেননা, এতদিন গ্রামীণ এলাকায় যাদের জমির মালিকানা বা প্রপার্টি কার্ড ছিলনা এই প্রকল্পের মাধ্যমে তা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। তিনি বলেন, রেগা প্রকল্পেও রাজ্যে খুব ভাল কাজ হয়েছে। তেমনি প্রধানমী আবাস যোজনায়ও রাজ্যে ভাল কাজ হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। আজ পঞ্চায়েতী রাজ মকের রাজ্যস্তরীয় পর্যালোচনা সভার শেষে আগরতলার রাজ্য অতিথিশালায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিমী কপিল মোরেশ্বর পাতিল প্রধানমী আবাস যোজনা, প্রধানমী গ্রাম সড়ক যোজনা, এনআরএলএম, গ্রাম স্বরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ণের মাধ্যমে রাজ্যের জনগণকে বিভিন্ন সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিমী

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধীতায় টিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করে বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন সংঘটিত করেছে টি.এস.এফ। এদিন সকালে রাজধানীর উত্তর গেট এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সংগঠনের নেতৃত্বরা।

এদিন জনৈক সংগঠনের ছাত্র জানিয়েছেন, আজ ৮ জানুয়ারি কালো দিবস উদযাপন করছে টিএসএফ। গত ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি কেন্দ্র সরকারের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করে আন্দোলনমুখী হয়েছিল টিএসএফ। তখন ওই বিলের বিরোধিতা করে ওইদিন ত্রিপুরা বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল। ওই দিনে মাধববাড়িতে আন্দোলনকারীদের উপর হামলা চালিয়েছিল পুলিশ। তাই এরই প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিবছর এইদিনে কালো দিবস হিসেবে উদযাপন করে টিএসএফ।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৯৪ ▫ ৯ জানুয়ারি ২০২৪ ইং ▫ ২৩ পৌষ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

দ্বীপরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি

ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিতে সব সময় অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্র বন্ধুত্বতার বদলে যদি মিস্ত্রির ছুরির ভূমিকা পালন করে তাহা হইলে সে সম্পর্ক বজায় রাখা কষ্টকর হইয়া ওঠে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এই ধরনের ঘটনা ঘটিতে শুরু করিয়াছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র মালদ্বীপের সঙ্গে।ভারতপন্থী' ইব্রাহিম মহম্মদ সোলির আমলে ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়া ছিল। সেই সুবাদে ভারত মালদ্বীপকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করিয়াছে। অসংখ্য ভারতীয় পর্যটক মালদ্বীপ মনে যাইতেন। তাহাতে মালদ্বীপের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটাই চাঙ্গা হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের চির শত্রু চীন মালদ্বীপের একাংশকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করিয়া ভারত বিরোধী মনোভাবে আকৃষ্ট করিতে খানিকটা হইলেও সক্ষম হইয়াছে। ক্ষার পরিণতিতেই ভারত ও মালদ্বীপের সম্পর্কে অবনতি ঘটিতে শুরু করিয়াছে। বিগত নির্বাচনে পাকিস্তানপন্থী মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত রবিবার পর হইতে পরিস্থিতি অনেকটাই বদলাইয়া গিয়াছে। ভারত বিরোধী স্লোগান তুলিতে শুরু করিয়েছে একাংশ। কিন্তু ভারত ও ভারতবাসী তাহার কোনভাবেই মানিয়ে নিতে নারাজ। তাহাদেরকে যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত ভারত। সেই কারণেই মালদ্বীপ ভ্রমণ বন্ধ রাখিতে ভারতবাসীরা সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। ইতিমধ্যে ইহার প্রতিফলন ঘটিতে শুরু করিয়াছে।

বয়কট মালদ্বীপ। বলিউড তারকা থেকে ক্রিকেটার- সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, ছুটি কাটাইতে মালদ্বীপ নয়, গন্তব্য হোক ভারতের লাক্ষাদ্বীপ। একমত দেশের আমজনতাও। মালদ্বীপের টিকিট কাটা থাকিলেও তাহা বাতিল করিয়া দিতেছেন অনেকে। এমনকী মালদ্বীপে যাওয়ার কোনও বুকিং করিতে রাজি নয় বলিয়াও জানাইয়াছে অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি। কার্যত 'ভারতের শত্রু' হইয়া উঠছে প্রতিবেশী দ্বীপরাষ্ট্রটি। কিন্তু ভারতীয় পর্যটকদের অতি প্রিয় এই ডেস্টিনেশনের সঙ্গে কেন আচমকা দূরত্ব বাড়িল? তার জন্য দুই দেশের গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখিতে হইবে। ভারত-মালদ্বীপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ছবিটা কয়েকমাস আগেও এতখানি খারাপ ছিল না। সেদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট 'ভারতপন্থী' ইব্রাহিম মহম্মদ সোলির আমলেও সুসম্পর্ক ছিল দুই দেশের। তিনি প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মালদ্বীপ সফরে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে দুই দেশের মধ্যে এই মর্মে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, মালদ্বীপের জলসীমায় পরীক্ষামূলক কাজকর্ম চালাইবে ভারতীয় নৌসেনা। তাহা ছাড়াও মালদ্বীপে মোতায়েন ছিল ভারতীয় সেনার বাহিনী।১৯৬৫ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকেই মালদ্বীপের দিকে বারবার সাহায্যের হাত বাড়াইয়াছে ভারত। সেদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া থেকে শুরু করিয়া বিশেষ আর্থিক সহায়তার প্যাকেজ ঘোষণা, মালদ্বীপের জন্য সবকিছুই করিয়াছে ভারত। প্রতিবছর প্রচুর ভারতীয় পর্যটক মালদ্বীপে ঘুরিতে যান। বিপুল ব্যবসায়িক সম্পর্কও রহিয়াছে দুই দেশের মধ্যে। সদ্ভাবের পরিবেশ বদলাইয়া যাইতে থাকে 'চিনপন্থী' মহম্মদ মুইজু প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরে। মালদ্বীপে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে ভারত। স্থানীয়দের মধ্যে এই ধারণা ঢুকাইয়া দিতেই ভারতের প্রতি বিদ্বেষ বাড়িতে থাকে। এমনকী মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা সরানোর দাবিতে রাস্তায় নামে আমজনতা। এমনই নানা ইস্যুতে ধাক্কা খাইতে থাকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক।এহেন পরিস্থিতিতে আগুনে ঘি পড়িবার মতো হইয়া ওঠে মোদির লাক্ষাদ্বীপ সফর ও সেখানকার ছবি। লাক্ষাদ্বীপের সুদৃশ্য ছবি দেখিয়া জনৈক নেটিজেন মন্তব্য করেন, লাক্ষাদ্বীপের এই সৌন্দর্য্যের ফলে পর্যটন বাড়িবে সেইখানে। ফলে ধাক্কা খাইবে চিনপন্থী মালদ্বীপের পর্যটন। সেখান থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। ভারতীয় নেটিজেনের মন্তব্যের পালটা দিতে আসরে নামিয়া পড়েন মালদ্বীপের নেতা-মন্ত্রীরা। ভারতের সমুদ্রসৈকতকে অপমান করিবার পাশাপাশি মোদিকেও 'হাতের পুতুল', 'ভাঁড়' ইত্যাদি বলিয়া কটাক্ষ করেন তাহারা।যদিও তড়িঘড়ি দোষী মন্ত্রীদের সাসপেন্ড করে মালদ্বীপের মন্ত্রিসভা। তবে বিতর্ক ধামাচাপা দেওয়া যায়নি। তবে মোদির হইয়া গলা ফাটাইতেছেন মালদ্বীপের বিরোধী নেতারা। ভারতকে 'বন্ধু' তকমা দিয়া সোলির মত, দুই দেশের গভীর বন্ধুত্বকে নষ্ট করিবার চেষ্টা চালাইতেছে মালদ্বীপের বর্তমান 'চিনপন্থী' সরকার। সেই সঙ্গে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী আহমেদ মাহলুফ জানান, ভারত যদি মালদ্বীপকে বয়কট করিতে থাকে তাহা হইলে বড় ধাক্কা খাইবে দেশের অর্থনীতি। সেখান থেকে ঘুরিয়া দাঁড়ানো খুবই কঠিন হইবে মালদ্বীপের পক্ষে। দুই দেশের সম্পর্ক আদৌ কবে স্বাভাবিক হইবে, জানা নাই। তবে জনমানসে মালদ্বীপের ছবিটা যে আগের মতো সুন্দর নাই, একথা বলাই যায়। ভারতীয় পর্যটকরা মালদ্বীপ ভ্রমণ বন্ধ করিয়া দিলে সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যে করুন চিত্র পরিলক্ষিত হইবে তাহা পরিবার অপেক্ষা রাখে না।

ডালখোলা বাইপাসে দুর্ঘটনায় আহত পাঁচ, একজনের অবস্থা গুরুতর

ডালখোলা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা বাইপাসে দুর্ঘটনা। আহত হলেন পাঁচজন। সোমবার সাতসকালে হরিপুর এলাকার ফ্লাইওভারের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর আহত একজনকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী জানান, এদিন সকালে ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কম থাকায় কিশনগঞ্জ অভিমুখী একটি ছোট গাড়ি একটি বাইককে বাঁচাতে গিয়ে রাস্তার এক পাশে চলে যায়। সেইসময় একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছোট গাড়ির পেছনে ধাক্কা মারে। ঘটনায় ছোট গাড়িতে থাকা পাঁচজন আহত হন। বাকিদের আঘাত গুরুতর নয়। তবে চালক অজিত রহমান (৪৫)-কে গুরুতর আহত অবস্থায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর লরির চালক এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের পিতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ সাই ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর

রায়পুর, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের পিতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বাঘেলের পিতা নন্দকুমার বাঘেলের সোমবার সকালে মৃত্যু হয়েছে। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই এবং কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা বঢরা, নন্দকুমার বাঘেলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

শীত যবে আসে দোরে

সুপ্রিয় দেবরায়

রোদ্দুরের ছ্যাঁকা লাগানো তেজ কমতে কমতে যখন বেশ আরামদায়ক হয়ে ওঠে আর বিকেলটা আস্তে আস্তে ছোট হতে হতে ঝুপ করে সন্ধ্যেটা শুরুর জানান দেয় আশেপাশের ঘর থেকে ভেসে আসা শঙ্খ ও উলুধ্বনির আওয়াজে, কবজি উল্টিয়ে দেখতে পাই ঘড়ির কাঁটা সবে পেরিয়েছে সাড়ে পাঁচটার দাগ। তাহলে কি শীত এসে গেল ?সকালে চায়ের টেবিলে বসে গিন্নি জানায় - যেদিন সকালে উঠে দেখতে পাই সাদা বস্তুটা নারকেল তেলের শিশিতে, বুঝতে পারি শীত এসে গেছে। এবার বেরোবে আলমারি থেকে মোটা সুতির চাদর, সোয়েটার, মাফলার, টুপি আর বক্স খাটের ড্রয়ার খুলে কম্বল, লেপ। তাদের গায়ে ছড়িয়ে থাকবে ন্যাপথলিনের গন্ধ --- মিশে থাকবে তাদের ওমে গত শীতের পরশ। মেলে দেওয়া হবে তাদের উঠোনে চেয়ার পেতে, একটু যে সেঁকে নিতে হবে তাদের শরীর আমাদের গায়ে স্নেহের উষ্ণতা ছড়ানোর আগে। সঙ্গে গিন্নির সতর্কবাণী, বিছানা ছেড়েই যেন গায়ে চড়াই সোয়েটার আর মাথাতে টুপি। তা নাহলেই নাক সুড়সুড় আর গলা খুকখুক করে দেবে এই মনোরম শীতের আগমনটিকে আন-রোম্যান্টিক। মফঃস্বলে বড় হওয়া আমাদের শীত বেশ জাঁকিয়েই আসত। যে বছর দুর্গাপূজা একটু দেরিতে, কালীপূজার পরপরই আমাদের ঘোর আপত্তি সত্বেও পরিয়ে দেওয়া হত সোয়েটার। পুজোর মরসুমের ঝকঝকে জামাগুলো তখনও অবকাশ পায়নি তোরঙ্গে ঢোকার, কিন্তু কে শোনে আমাদের বেদনা ! তবে শৈশবকালের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিবিড়ভাবে হাতে বোনা সোয়েটার। স্কুলশেষে বাড়ি ফিরে ব্যাগ রাখতে না রাখতেই, শীতের উজ্জ্বল দুপুরে উঠোনে বেতের চেয়ারে বসে থাকা মায়ের হাঁক, কোলের ওপর উলের গোলা আর হাতে দুটো সাদা আটনম্বর কিম্বা দশনম্বর কাঁটা - আয় তো বাবা, দেখি মাপটা ঠিক হোল কিনা। নিত আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা। শীতের বিকেল যে ফুরিয়ে যাচ্ছে, মাঠে পৌঁছতে না পৌঁছতেই যে নেমে আসবে সন্ধ্যের আঁধার। অবশ্য মনটা কিছুদিন পর খুশিতে ভরে উঠত, যখন দেখতাম উলের গুটি থেকে বেরিয়ে আসা বিচিত্র রঙের কারুকার্য করা হাতকাটা কিম্বা ফুলহাতার সোয়েটার। তখন আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে যেত ডিসেম্বরের প্রথমদিকেই, আর তারপরেই আমাদের অফুরান আনন্দ --- ক্রিকেট, ডাংগুলি, বনভোজন, শুধু খেলা খেলা আর খেলা। আর জমিয়ে রাখা গল্পের বইগুলি গোগ্রাসে গেলা। শিউলি গাছের তলায় মোলায়েম হলুদ রোদ পিঠে লাগিয়ে জমায়েত আমরা ভাই-বোনেরা কাকুকে ঘিরে। সামনে রাখা গাছির পেরে আনা মাটির কলসি ভরা খেজুর রস। আর ঠকঠক করে কাঁপা আমাদের, খেজুর রসে চুমুক দেওয়ার সময়। একটু বেলা হলেই বাতাসে ভেসে আসত মিষ্টি মাদক গন্ধ। নলেন গুড়ের ম-ম করা সুবাস আজও যে জড়িয়ে আছে শীতকালের স্মৃতির সঙ্গে। খেজুরের রস জ্বাল যেন জানান দিত আর কিছুদিন পরই পিঠে-পুলি-পায়েসের উৎসব। শীতটা যখন একটু জমিয়ে পড়ত, ভাইবোনেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা — হাঁ করলেই কার মুখ দিয়ে বেরয় বেশি ধোঁয়া। তখনই দেখতে পেতাম বাবার আনা বাজারের ব্যাগের থলি থেকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়া পাতলা খোসার নতুন আলু, সবুজ মুক্তোর মতো মটরশুঁটি। বাগানে ফলে থাকত মায়েরঝকঝকে হাসির মতন কচি কচি ফুলকপি, জেঠির ন্যায় চকচকেগোল গোল বেগুন, নতুন কাকির লজ্জায় রাঙানো মুখের মতো টুকটুকে লাল টম্যাটো। মাচার ওপর লতানো গাছে ঝুলে থাকত বাবার মতন চওড়া বুক নিয়ে সাদা শিম আর আমার বোনের মতন লিকলিকে বরবটি। তাদের গায়ে ঝরে পড়া শিশির-কণা। কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে সোনালি সূর্যের কিরণে দেখাত যেন কয়েকটি মুক্তোর ডানা। দুপুরে পুকুরের ঠাণ্ডা জলে হি হি করে কেঁপে ডুবকি লাগালেও পারত না কেউ জল থেকে তুলতে সহজে। শীতের ছোট্ট দুপুরে উঠোনে মাদুর বিছিয়ে সোনা-রঙের রোদ্দুর গায়ে লাগিয়ে খেলতাম লুডো, ক্যারাম, তাস মিলান্তি।কানে আসত ক্রিকেটের ধারাবিবরণী। তখন বোধহয় ক্রিকেট খেলাটা শীতকালেই হোত।জানুয়ারিতে নতুন ক্লাস, নতুন বই, নেই কোনো পড়ার চাপ। নতুন বইয়ের পাতা উল্টিয়ে আঙুল বোলানো আর তার সাথে নাকের কাছে এনে সুঘ্রাণের অনুভূতি। গায়ে মায়ের হাতে বোনা নতুন সোয়েটার, আর নেই কোনো বিরক্তি পরে থাকার।

আমাদের দেশে যে ছয়টি আছে, সেগুলো এতটাই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তাদের নামগুলিই মনে করিয়ে দেয় তাদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত সূর্যের তাপ, বর্ষার বারিধারা, শরতের শিউলি আর কাশফুল, হেমন্তে কৃষকের গোলাভরা নতুন ধান, বসন্তে কোকিলের কুহু কুহু ডাক— মনে করিয়ে দেয় শীতকাল মানেই লেপ-কম্বলের ওম খেজুরের রস, নলেন গুড়, পিঠে-পায়েস, চড়ুইভাতি, আরও কত কী ! শীতের প্রকোপে ঠাণ্ডা-হিম শীতল বাতাস, সকালে কুয়াশার আস্তরণের জাল, অলস দুপুরে লেপের নিচে হাঁটু মুড়ে শুয়ে থাকামনে করিয়ে দেয় আজও ১৯৭১ সালে ভাস্কর চক্রবর্তী রচিত কবিতাটি, 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা, আমি তিন মাস ঘুমিয়ে থাকব — প্রতি সন্ধ্যায়'। শীতকাল যে আলসেমির ঋতু, ঘুমিয়ে থাকার মাস। অস্বীকার করতে বাধা নেই, আলসেমির কিছুটা অংশ বোধহয় আসে আমাদের সারা বছরের ঘোড়দৌড়ের ক্লান্তি থেকেই। ডিসেম্বর মাসে শীত নামলেই মনে হয়, স্কুল-কলেজ-অফিসের ব্যস্ততা আর হুটোপাটি থেকে অব্যাহতি নেওয়ার সময় এখন। সারা বছরের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলার সময় এখন। সকালে লেপের তলা থেকে অনেক কষ্টে আলসেমি কাটিয়ে বারান্দায় নরম রোদে পিঠ দিয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে হিসেব করতে বসা — কী কী করা হয়ে উঠল না গত বছরে, আর অঙ্গীকার নেওয়া মনে মনে আসছে বছর করতে হবে সেইগুলো পূরণ। শীতের দুপুরে লেপের তলায় সারা বছরের না পড়া জমিয়ে রাখা গল্পের বইগুলির একটির পাতা ওলটাতে ওলটাতে এই অঙ্ক বোধহয় কষা প্রত্যেক বছরেই। সকালের আলসেমি কাটাতে দ্বিতীয় চায়ের আশা মনের গহীনে দাবিয়ে রেখেই ছুটতে হয় থলি হাতে বাজারের উদ্দেশে। নাহলে যে জুটবে না দুপুরের পাতে কই মাছ দিয়ে ফুলকপির ঝোল কিম্বা চিংড়ি দিয়ে লাউ অথবা বাঁধাকপির ঘণ্ট। আর গিন্নি নতুন আলু- বেগুন- শিম- মুলো- বড়ি দিয়ে পাঁচমিশালি চচ্চড়ি'টা যা বানায় — আহা ! একটু বেলার দিকে দ্বিতীয় প্রস্থ চায়ের সাথে গরম মুড়ি আর মিষ্টি কুমড়ো কিম্বা সরিষা ফুলের বড়া। শীতকাল যেন অলসতার সাথে সাথে নিয়ে আসে বাজার করা আর খাওয়ার সুখ। তাই যে যাই বলুক শীতে মনখারাপ, আলসেমি স্থায়ী হয় না বলেই আমার বিশ্বাস। বাজারের পথে হাঁটা দিতেই মনে পড়ে যায় সেই শৈশবে পড়া সহজ পাঠের 'হাট' কবিতাটির শেষের কয়েকটি পংক্তি, 'উচ্ছে বেগুন পটল মুলো / বেতের বোনা ধামা কুলো / সর্ষে ছোলা ময়দা আটা / শীতের র্যা পার নকশা কাটা।' গ্রামীণ এলাকার হাটের বর্ণনা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ধবধবে সাদা ফুলকপি দেখেই মনে পড়ে যায় মায়ের সেই হৃদয় জুড়িয়ে দেওয়া সমস্ত ক্লান্তির অবসান ঘটিয়ে দেওয়া ভুবনমোহিনী হাসি। বাঁধাকপি'টি যেন আঁটসাঁট নববধূ, লজ্জায় রাঙানো হাসিটি যেন তার ঘোমটার নিচে। চকচকে সাদা শিম দেখলেই আজও মনে পড়ে বাবার কথা, যাচ্ছে সে অফিসে ধোপদুরস্ত সাদা জামা পরে। রাঙা ওষ্ঠের মতো টকটকে লাল টম্যাটো মনে করিয়ে দেয় লজ্জায় রাঙানো গিন্নির মুখটি, সেই কতো বছর আগে গৃহপ্রবেশের সময়। গাজরগুলি চেয়ে থাকে তাদের কতো রঙিন স্বপ্ন নিয়ে, কিশোরীদের মতো। আর শীতকালীন বেগুন কি একটাই নাকি --- লম্বা তুলতুলে শ্যামা বর্ণের কন্যাদের পাশে ছোট ছোট বেগুনগুলি তাকিয়ে থাকে শিশুদের মতো চোখ পিটপিট করে, আর তার পাশেই শুয়ে থাকে স্বাস্থ্যবান সুন্দরী মায়েরা। সাপের মতো লকলকে লাউডগা দেখে এক পা পিছিয়ে আসলেও, কলসি সাইজের কচি লাউ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ি তুলে নিতে। এমনি অসংখ্য শীতের শাক-সবজি উচ্চারণ করার সময় উৎসাহিত করে, 'এমন সুখটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি!' ছোটবেলায় কোথাও পড়েছিলাম, 'শীত যবে আসে দোরে, বসন্ত কি থাকে দূরে ?' ভাবতাম, শীত মানে কি খারাপ সময়, দুঃখের সময় ! এটা কি করে হয় ? কারণ শৈশবে, কৈশোরে শীতকালটা সব দিক দিয়েই প্রচণ্ড আনন্দের সময় ছিল। এখনও তাই। হ্যাঁ, এটা ঠিক শীতকালের শীতলতা গ্রামীণ জীবনে কিম্বা পথশিশুদের জন্য অথবা রাস্তার ধারের ঝু পড়িতে বসবাসকারীদের জন্য একদমই সুখকর নয়। কিন্তু সেটা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। সেটা নাহয় আলোচনা করা যেতে পারে অন্য একদিন। তাই ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা অবলম্বনে আমরা বলে উঠতে চাই, 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা।

করোনার পরে সাহিত্য

রেজাউল করিম রনি

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অনেক কাজ হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে দুনিয়ার সাহিত্য ভাণ্ডারে মূল্যবান সম্পদও জমা হয়েছে। করোনার মহামারী শেষ হতে চললেও সাহিত্যে করোনাকে বিষয় করে রচিত সাহিত্য মহামারীর মতো বিস্তার লাভ করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে- করোনা-উত্তরকালে। করোনার পরের সাহিত্য কেমন হবে তা ইতিহাসের আলোকে আগাম বলা সম্ভব। উনিশ শতক ছিল রেনেসাঁর যুগ। বিশ শতক ছিল প্রযুক্তির, আধুনিকতা ও জাতিরাষ্ট্রের বিস্তারের যুগ আর একুশ শতক হল শুধু ডিজিটাল না বরং প্রকৃত ফ্যানাটিক/হুজুগের যুগ। তাই এ যুগের সাহিত্যও মোটা দাগে ফ্যানাটিক বা হুজুগে লেখকদের শব্দ-জঞ্জাল তৈরির কসরতে পরিণত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এভাবে মোটাদাগে আগাম বলে দিলেই বিষয়টির সুরাহা হয় না। শুধু করোনা কেন? যে কোনো ঘটনার সঙ্গে সত্য ও সাহিত্যের সম্পর্ক বিচারের প্রশ্নটি খতিয়ে না দেখলে এ বিষয়ে চিন্তার হক আদায় করা হয় না। কিন্তু এখানে বিস্তারিত আলোচনার যেহেতু সুযোগ নেই আমি অতি সংক্ষেপে কয়েকটি পয়েন্টে আলোচনা করেই শেষ করব।

১

সাহিত্য কি? কেন এক ধরনের লেখা সাহিত্য বলে গণ্য হয় এবং এক ধরনের লেখা সাহিত্য হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয় না? এ প্রশ্নটা জ্যাক দেরিদা খুব গুরুত্ব দিয়ে তুলেছেন। সাহিত্যবিষয়ক ধারণা দেরিদার জন্মের আগে একরকম ছিল এবং তার জন্মের পরে সেই ধারণার আমূল বদল ঘটেছে। এবং বিষয়টি ইউরোসেন্টিক বা পশ্চিমা ভূগোলেই সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্য, রচনা, অর্থ, ভাষা, প্রকাশ এবং খোদ লিখন প্রক্রিয়ায় দার্শনিক ভিত্তিই ডিকন্সট্রাক্ট বা পুনর্নির্মাণ থেকে শুরু করেছে দেরিদার ইন্টারভেনশনের পর থেকে। আমাদের জন্য সবচেয়ে দরকারি পয়েন্ট হল, খোদ লিখন প্রক্রিয়াটির দার্শনিক অনেকে দেরিদার এ ইন্টারভেনশনকে ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাপার বলে চালিয়ে দিতে চান। কিন্তু বিষয়টি কেবলই ভাষাগত নয়। আবার অনেক সময় তার চিন্তাকে খুব সরলভাবে অনুবাদ করার ফলে চটকদার ভাষ্য উনার নামে চাউর হতে শুরু করে। গভীর দৃষ্টি ও ধ্যানী মন নিয়ে চিন্তার প্রতি মনোযোগী হওয়ার মানসিকতা না থাকায় খণ্ডিত ও আরামদায়ক পাঠই মূল ভাষ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। বাংলাদেশি বংশজাত পরিচিত তাত্ত্বিক গায়ত্রী স্পিভাক দেরিদার নামে অনেক আজগুবি কথা চালু করেছেন। ভুল অনুবাদও করেছেন, পরে সেগুলা আবার বাংলাতে মানুষ এমন ভাবে এনেছেন যে, দেরিদার বক্তব্যের উল্টো ভাষ্যই এখানে চালু হয়েছে। এটাও আবার পণ্ডিতরা বিনাবাক্যে মেনে নিয়ে গর্ব ভরে নাম জপেন। একটা ছোট উদাহরণ দিই- খুব জনপ্রিয় একটি কথা দেরিদার নামে চালু করা হয়েছে 'রচনা' বা লিখিত কিতাবের বাইরে কিছু নেই। ফরাসিতে, দেরিদার এই বিখ্যাত উক্তিটির প্রকৃত অনুবাদ হবে, অর্থ হবে, বাইরে থেকে বা ট্রান্সিডেন্টাল মানে লোকোত্তর বা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত কোনো কিছু থেকে রচনা বা কিতাব সৃষ্টি হয় না (মনে রাখতে হবে, এখানে মানুষের লেখালেখি নিয়ে কথা হচ্ছে, ঐশী কিতাব নিয়ে নয়)। অথচ অনুবাদে ঠিক উল্টো অর্থটাই চালু করা হয়েছে। এবং এখন প্রশ্ন হল, এই যে মানুষের বাইরে কিতাবের কোনো আবির্ভাব নেই এ বিষয়টির সঙ্গে কোনো ঘটনা ও সত্যের সম্পর্ক কি? মানুষ যখন কোনো বিশেষ বা অবিশেষ অভিজ্ঞতার বা কোনো বাস্তবতার ভেতর দিয়ে যায় তখন কোন বিষয়কে, ইভেন্ট মানে 'বিশেষ ঘটনা' আর কোন বিষয়টিকে কোনো ঘটনাই মনে করে না তা কীভাবে নির্ণয় করা হবে? এখানেই কোনো ঘটনা পরবর্তী লিখিত বিষয়ের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সত্যের সাধনার সম্পর্ক। দেরিদার আলোচিত মডেল বা আবিস্কার, 'ডিফারেন্স'। এই যে কোন ঘটনা আদতে যা, আর মানুষ যা প্রকাশ করে এর মধ্যে যে পার্থক্য সূচিত হয় এটাই মানুষকে সত্যের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে অসুবিধায় ফেলে। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল, সাম্প্রতিক মহামারী। তো এটার ওপর রচিত সাহিত্য বা লেখালেখি আর এটার প্রকৃত স্বরূপের পার্থক্য এতটাই যে আদতে আমরা এখনও জানি না করোনা আসলে কি? এক একজন এক এক রকম সত্য প্রচার করছে। ফলে এ অজানাকে 'জানি' বলে ধরে নেয়া এবং তার ওপর ভিত্তি করে সাহিত্য ও লেখালেখির পাহাড় নির্মাণ করা শুরু করলে সেটা একটা শব্দের বিশাল অট্টালিকা হতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে সত্যের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এ পার্থক্যকে বুঝতে পারা এবং এটাকে মোকাবেলা করাই সত্যের জন্য সংগ্রাম করা। আর কে না জানে যে কোনো মহত্তম কর্ম তার আপন সত্যের কাছে পৌঁছানোর সংগ্রাম ছাড়া কোনো তাৎপর্য ধারণ করতে পারে না। ফলে করোনার পরের সাহিত্য প্রচেষ্টায় এ সাধনার লক্ষণ দেখা যাবে বলে মনে হয় না। কারণ আগেই বলেছি, যুগটাই যে হুজুগের।

২

কোনটা বিশ্ব-সাহিত্য, কোনটা নয়? এটা কে ঠিক করবে? সাহিত্য বা লিখন বিষয়বস্তু সবসময়ই প্রচারের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। তো এমন ফ্যানাটিক যুগে কোনো বৈশ্বিক ঘটনাকে নিয়ে 'সাহিত্য' করার মানেই কি বিশ্ব-সাহিত্য চর্চা করা? বিশ্ব-সাহিত্য ধারণাটি আধিপত্য ও ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত। ভাষা একটি চিহ্ন ব্যবস্থা ফলে, যে কোনো চিহ্ন ব্যবস্থায় লিখিত সাহিত্যই বিশ্ব-সাহিত্য হয়ে উঠতে পারার কথা কিন্তু তা হয় না। একদিকে ইংরেজি অন্য দিকে দুনিয়ার সব ভাষা। আমির মুফতি যেটাকে বলছেন, 'ইংরেজি বিশ্ব ও তার অপর'। বিশ্ব-সাহিত্যের বিশ্বটা কোথায় আসলে? ফলে এ বাস্তবতায় একটা মহামারীর মতো ঘটনাতে যখন দুনিয়ার সব লোকই কম বেশি কোনো না কোনো মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত তখন সেই ঘটনা উত্তর সাহিত্যের ঢেউকে বিশ্ব-সাহিত্য কাঠামোর এ অসাম্যের অবস্থায় কিভাবে বিচার করা হবে তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। বাংলাদেশের চরের এলাকায় একটা গরিব লেখকের লেখা আর নিউইয়র্কের এক লেখকের করোনাবিষয়ক লেখালেখির মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য তা তো শুধু কোন 'সাহিত্য' বিষয়ক প্রশ্ন নয়।

৩

খোদ লিখন প্রক্রিয়ার একটি রাজনীতি আছে। আগেই বলেছি যে কোনো ধরনের লেখালেখি এক ধরনের প্রচার প্রক্রিয়ার অংশ। আধুনিক এবং আধুনিকোত্তর সময়ে লেখালেখিতে সত্যের হাজিরার চেয়ে ভাষার কচকচানি একটি বড় মনোযোগের জায়গা দখল করে আছে। লেখালেখি যেন হয়ে উঠেছে, লিঙ্গুইসটিক পারফর্মের এক রঙ্গমঞ্চ। এবং এ ধরনের লিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সেল্ফ-সেন্সরশিপের একটা সম্পর্ক আছে। সেটা সহজে ব্যাখ্যা করার জন্য উমবার্তো ইকোর 'অ্যাবসুলেট লাইং' বিষয়ক ধারণাটি কাজের। সাহিত্যে ট্রুথফুল লাইং বা সত্যিকারের মিথ্যার একটা স্বরূপ দেখা যায়। অন্যদিকে, শব্দের সহযোগে উৎপাদিত সাহিত্য একধরনের সেল্ফ সেন্সর প্রক্রিয়া তৈরি করে। সত্য ও সত্তার সঙ্গে সম্পর্কগুলো বিবেচনায় না নিয়ে চলতি আমোদে মেতে বা নিজের 'ব্যক্তি আমি'র বিকারের জন্য লিখিত সাহিত্য একধরনের সেল্ফ সেন্সর। কারণ, এ ধরনের সাহিত্যে নিজের সত্তার সত্যের প্রতি আকুলতার কোনো লক্ষণই থাকে না। সেই সাহিত্য তখন কোনো বিশেষ বিষয় বা ধারণার প্রচার কাজের বাহন হয়ে যায়। ফলে আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধু ভাষা বা শব্দেই লেখক নিজের সাহিত্য বা লিখন কর্ম হাজির করতে সক্ষম নন। নীরবতারও একটা ভূমিকা আছে। শব্দ দিয়ে নৈঃশব্দের লিখন প্রক্রিয়া এখনও সাহিত্য আয়ত্ত করতে পারেনি। ফলে লেখালেখি অনেক সময় সত্তার দূষণে আক্রান্ত হয়। আধুনিক বাজার ও ব্যক্তির অহমপ্রকাশের বহন হয়ে যায় ভাষা। এ কাজে সে চারপাশের সব কিছুকে ব্যবহার করে উপকরণ হিসেবে। নিজের জীবন ও চারপাশের হাজির জগতের সঙ্গে একটা হেজিমনিক সম্পর্ক তৈরি হয়। এভাবেই লেখালেখির নামে চলতে থাকে অসম ক্ষমতা সম্পর্কের চর্চা। করোনার মধ্যে এ সমস্যা আরও প্রবল হবে। কারণ অভিজ্ঞতার এই যে বৈশ্বিক রূপ ও সাহিত্যে এটার হাজিরের মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে লেখকরা এতো বেশি কসরত করবে যে, করোনাবিষয়ক সাহিত্য একটা বিরক্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

৪

লিখনের আগে কি, এ প্রশ্নটা গভীরভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। দেরিদার কল্যাণে, আমরা জানি, একটি রচনার অসংখ্য অর্থ ও রিডিং সম্ভব। ফলে একটা রিডিং বা অর্থকে সমাজে চালু করা এবং বাকি রিডিংগুলো পাত্তা না পাওয়ার যে ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে এর কারণ কি? এর কারণ হল, একটি রচনার রিডিং শুধু রচনার মধ্যেই মানে কিতাবের মধ্যেই নিহিত থাকে না। একটি সমাজে কোন ধরনের রচনার কি 'পাঠ' তৈরি হবে তা নির্ভর করে সেই সমাজে কোন ধরনের ডিসকোর্স যার বাংলা করেছি শাসনতান্ত্রিক হুকুমত বা বয়ান- চালু আছে তার ওপর। ফলে করোনা বিষয় সাহিত্যের বেলায় দেখা যাবে, যেহেতু একটা কমন বিজ্ঞানবাদী, প্রযুক্তিমুগ্ধ জনচৈতন্য আগাম হাজির আছে ফলে এ বিষয়ক সাহিত্যের মাল্টি রিডিং তৈরি হওয়া মুশকিল। অন্যদিকে লিখনের আগেই হাজির থাকা যে আগাম জনসংস্কৃতির ভেতর একজন লেখক কাজ করেন তার বিষয়ে একটি রচনা যদি কোনো পর্যালোচনার কাজ লিখার আগেই সুরাহা করে না নেন তখন চলতি ফ্যানাটিক বা হুজুগের জিকির থেকে সেই লেখক ও রচনা রক্ষা পাওয়ার সুযোগ কমে যায়। ঘটনা ও সত্যের সম্পর্ক বিচারের আগে 'রচনা' ও আমি'র সম্পর্ক কি, এটাও খতিয়ে দেখতে হবে। ব্যক্তির হাজির থাকা আর কোনো ঘটনার হাজির থাকার মধ্যে যে পার্থক্য তা কীভাবে রচনায় ডিল করা হচ্ছে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সঙ্গে আরও আলোচিত হবে, নন্দনের রাজনীতি। যে কোনো রচনাকে সাহিত্য বলার জন্য কিছু ধারণাকে অভিভাবক হিসেবে হাজির করা হয়। কিছু বিষয়কে নির্ধারক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এগুলোই সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক রাজনীতির আসল পুলিশ। যা দিয়ে একজনকে মহান লেখক, অন্যজনকে গার্বেজ বলে আখ্যায়িত করা হয়। ঘটনা, সাহিত্য, সত্য ও আমি'র সম্পর্ক আজ আর কোনো প্রশ্ন হিসেবে আমাদের সমাজে আলোচিত হয় না। করোনার পরের সাহিত্য এসব বিষয় নিয়েও নতুন কোনো জোয়ার আসবে এমনটা মনে করা মুশকিল। ঘটনা ও ইতিহাস এবং সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করার সময় একটা উপন্যাসের কথা না বললে মনে শান্তি হবে না। সেটা হল, ওয়ার অ্যান্ড পিস। মিলান কুন্দেরা 'উপন্যাস, ইতিহাস, ব্যক্তি' প্রবন্ধে এটা নিয়ে আলোচনা করেছেন। নেপোলিয়নের যুদ্ধের ৫০ বছর পরে তলস্তয় যুদ্ধের যে ছবি উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন, তা ইউরোপ ও অ-ইউরোপের বাসিন্দাদের জন্য সমান মর্মঘাতী হয়ে দেখা দেয়। উপন্যাসটি এমনভাবে লেখা যাতে পাঠক ঠিক বুঝতে পারেন না কোনো যুদ্ধ কিন্তু তাতে পাঠকের কোনো সমস্যা হয় না। তলস্তয় এখানে মূলত যে বিষয়ে আগ্রহী তা হল, মানুষের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক। গোটা উপন্যাসে এটাকেই তিনি অনুসন্ধানের বিষয় করে তুলেছেন। তিনি দেখান ইতিহাস নিজেই নিজেকে তৈরি করে। কোনো মহান ব্যক্তি বা ঘটনা ইতিহাসকে তৈরি করতে পারে না। এ ঘটনা দেখা যাবে, আলবেয়ার কাম্যু'র বিখ্যাত উপন্যাস প্লেগ-এও। উপন্যাসটি মোটেও প্লেগ নিয়ে নয়। ওয়ার অ্যান্ড পিস যেমন- শুধু কোনো বিশেষ যুদ্ধ নিয়ে নয়। কাম্যু এখানে স্বৈরাচারী ক্ষমতা ও মহামারীর সময়ে মানুষের স্পিরিট বা এক্সিস্টেনশিয়াল প্রশ্নটাকে খতিয়ে দেখেছেন। এখানে প্রাসঙ্গিক হল, ঘটনা ও লিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্পিরিট ও সত্যের সম্পর্কের জন্য ঘটনার তথ্যগত সত্যের বাইরেও আছে নিজের সত্ত্বাকে সত্যের সংগ্রামে নিয়োজিত করে সত্যকে বুঝার চেষ্টা। ঘটনায় আসলে কি ঘটে? কোন ইভেন্ট কি দিয়ে গঠিত হয়? নায়িকার পর্নোভিডিও ভাইরাল হওয়া আর একটি মহামারী হওয়া অথবা একটি বিরাট চিত্র বা সাহিত্যকর্মের জন্ম বা প্রেমে পড়া- সবগুলোই ইভেন্ট! এসবগুলোই কোনো না কোনো মানুষদের আন্দোলিত করে রাখে। কিন্তু তারপরেও এসবগুলোই কোনোভাবেই একই মাত্রায় বিবেচিত হওয়ার মতো ঘটনা নয়। এই যে বিবেচনার তারতম্য, এই যে এটাকে ঘটনা অন্যটাকে কোনো ঘটনাই মনে না করা। এ বিভাজনের ম্যাকানিজমটা কি? বিং অ্যান্ড ইভেন্ট। মানে কোনো ঘটনার সঙ্গে আমাদের সত্তার অবস্থানের বা আমাদের থাকার সম্পর্ক কি? অথবা, ঘটনা কীভাবে আমাদের সত্তার থাকাকে প্রভাবিত করে এ প্রশ্ন খুব জরুরি। অন্যদিকে যে কোনো ঘটনাকে নিয়ে সাহিত্য রচনা হলে তা সেই ঘটনার সাহিত্য হয়ে ওঠে না। সেটা কোনো না কোনোভাবে কনটেমপোরারি হয়ে ওঠে (জর্জ আগাবেন- হোয়াট ইজ কনটেমপোরারি)। যেমন- ৫ হাজার বছর আগে যদি কোনো বই লেখা হয়। এবং সেই বইটি যদি আপনি এখন বসে পড়েন সেটা কনটেমপোরারি।

কারণ, সেই বই ও বিষয় ৫ হাজার বছর পেছনে গিয়ে আপনার কাছে ধরা দেবে না। ধরা দিচ্ছে এখন। এ সময়। ফলে লিখন বা কিতাবের সঙ্গে সময়ের এ ধারণার বিচারও জরুরি। লিখন প্রক্রিয়ার রহস্যময়তা আসলে মানুষের আরোপিত অবিদ্যার ফল। এটাও চিন্তার একটা ক্ষেত্র। অমর সাহিত্য বলে কিছু নেই। কনটেমপোরারি সাহিত্যই অমর।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নিউ জলপাইগুড়ি ও মালদা টাউনের মধ্যে সেকশনাল স্পিড ঘণ্টা প্রতি ১৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ০৮ জানুয়ারি, ২০২৪: ভারতীয় রেলওয়ের নিজের হাই-ডেনসিটি নেটওয়ার্কের মধ্যে ট্রেনের গতি বৃদ্ধি করতে পরিকাঠামোর উন্নয়নে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা সেকশনে ঘণ্টা প্রতি ১৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগের পরীক্ষা সফলভাবে করা হয়।

নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা (২৩২ কিমি) এবং মালদা-নিউ জলপাইগুড়ি (২৩২ কিমি) সেকশনে আপ ও ডাউনে এই গতিবেগের পরীক্ষা করা হয়। অসকিলেশন মনিটরিং সিস্টেমের জন্য একটি কোচ সহ এলএইচবি টাইপ স্টকের ২২টি কোচের রেকের দ্বারা গতিবেগের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। সেকশনাল স্পিড বৃদ্ধি করাটা ভারতীয় রেলওয়ের কাছে সর্বদাই একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন সেকশনে সেকশনাল স্পিড ১১০ কিমি থেকে ঘণ্টা প্রতি ১৩০ কিমি পর্যন্ত বৃদ্ধি করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছিল। প্রক্রিয়াগত অংশ হিসেবে, সেকশনটির সেকশনাল স্পিড বর্তমানের ঘণ্টা প্রতি ১১০ কিমি থেকে ঘণ্টা প্রতি ১৩০ কিমি পর্যন্ত বৃদ্ধি করার পূর্বে ২০২৪ সালের ০৭ জানুয়ারি কনফার্মেটরি অসিলোগ্রাফ কার রান (সিওসিআর) সফলভাবে পরিচালনা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায়, সুপার এলিভেশন বৃদ্ধি, কার্ভ-এর ট্র্যানজিশন দৈর্ঘ বৃদ্ধির মতো বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা হয় যাতে বর্ধিত গতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, যার জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ৯ কোটি টাকা।

এই পরিকাঠামোগুলির উন্নয়নের ফলে ট্রেনের পরিচালনামূলক গতি বৃদ্ধি পাবে, যা যাত্রীদের যাত্রার সময় অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। এই কাজগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পর সেকশনটি ঘণ্টা প্রতি ১৩০ কিমি গতিবেগ প্রবর্তনের জন্য উপযুক্ত হবে, যা প্রায় ২০ মিনিট সময় বাঁচাবে।

মঙ্গলবার বারইগ্রামে রাধারমণ ক্যানসার হাসপাতাল নিয়ে নাগরিক সভা

বারইগ্রাম (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামীকাল মঙ্গলবার করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বারইগ্রামে প্রস্তাবিত ক্যানসার হাসপাতাল নির্মাণ সম্পর্কিত নানা বিষয়ে আলোচনা করতে অনুষ্ঠিত হবে নাগরিক সভা। শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউ ক্যানসার ক্লিনিক অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার স্যাটেলাইট ইউনিট অব সিসিএইচআরসির উদ্যোগে নাগরিক সভাটি মঙ্গলবার দুপুরে বারইগ্রামের জফরগড় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। নাগরিক সভায় উপস্থিত থাকবেন ম্যাগাসাইসাই ও পদ্মশ্রী প্রাপ্ত ডা. রবি কান্নান। সভায় বারইগ্রাম রাধারমণ ক্যানসার হাসপাতালের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি নাগরিকদের মতামত গ্রহণ করবেন তিনি। এদিনের সভায় বারইগ্রাম এলাকার সচেতন নাগরিকদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করেছেন আশ্রম কমিটির সম্পাদক তরুণ চৌধুরী।

ভাইব্রেন্ট গুজরাট গ্লোবাল সামিট এবং ট্রেড শো-এর প্রস্তুতি পর্যালোচনায় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী

গান্ধীনগর, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ভাইব্রেন্ট গুজরাট গ্লোবাল সামিট এবং ট্রেড শো-এর প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেছেন। সোমবার ভূপেন্দ্র প্যাটেল গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দির এবং হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডের ভেন্যু পরিদর্শন করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে ১০-তম ভাইব্রেন্ট গুজরাট গ্লোবাল সামিট এবং ভাইব্রেন্ট গুজরাট গ্লোবাল ট্রেড শো-এর আয়োজন করা হয়েছে। এরই প্রস্তুতি এদিন খতিয়ে দেখেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হল, সেমিনার হল, বিভিন্ন প্যাভিলিয়ন-হল পরিদর্শন করে সেসম্পর্কে খোঁজখবর নেন। সেইসঙ্গে আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী কানুভাই দেশাই, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হৃষিকেশ প্যাটেল, শিল্পমন্ত্রী বলওয়ান্ত সিং রাজপুত, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাঙ্ঘভি এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী জগদীশ বিশ্বকর্মা।

প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে পিছিয়ে গেল অমিত শাহের জম্মু-কাশ্মীর সফর

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে পিছিয়ে গেল অমিত শাহের জম্মু-কাশ্মীর সফর। মঙ্গলবার ৯ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের জম্মু-কাশ্মীর সফরে যাওয়ার কথা ছিল। আবহাওয়া দুর্য্যোগপূর্ণ হওয়ায় তাঁর এই সফরকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের "বিকাশশীল ভারত সংকল্প যাত্রা" কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর জম্মু-কাশ্মীর সফরের পরিকল্পনা ছিল। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার কথা ছিল অমিত শাহের। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠকেরও পরিকল্পনা ছিল শাহের। এছাড়াও পুঞ্চ সেক্টারের ডেরা কি গলিতে সম্প্রতি জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে যে সেনার প্রাণ গিয়েছে, তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করারও কথা ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শাহের অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে।

আমরা সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই, কারও সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ০৮।।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। কারও সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই। কারণ আমরা দেশকে উন্নত করতে চাই।

তিনি বলেন, আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ নই। আমি কারও ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করিনি। আমি খোলা মনের ও খুব উদারপন্থী মানুষ। দেশে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদপত্রগুলো স্বাধীনভাবে কথা বলতে ও লিখতে পারে। আমি কখনো হস্তক্ষেপ করি না। যখন কেউ সমালোচনা করে তখন তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে শোধরানো যায়, আমি এভাবেই দেখি।

সোমবার (৮ জানুয়ারি) গণভবনে নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এই কথা বলেছেন। নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা দেশে আসায় প্রধানমন্ত্রী তাদের ধন্যবাদ জানান। বন্ধু প্রতিম দেশগুলো থেকে সহায়তা অব্যাহত রয়েছে জানিয়ে তিনি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আমরা সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। কারও সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই। কারণ আমরা দেশকে উন্নত করতে চাই।

বিদেশি পর্যবেক্ষকদের একজন বলেন, নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনি পাঁচবার ক্ষমতায় এলেন। এর মাধ্যমে আপনি ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে, চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা, বেনজীর ভুট্টো, গোল্ডমেয়ার ও মার্গারেট থ্যাচারকে ছাড়িয়ে গেছেন। আপনার এই বিজয় উদযাপনের অংশ হিসেবে আপনি ড় মুহাম্মদ ইউনূসকে ক্ষমা করার কথা বিবেচনা করবেন কি-না?

জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনি যখন দেশ পরিচালনা করছেন তখন আপনি নারী নাকি পুরুষ এটা নিয়ে ভাবা উচিত নয়। আমি আমার দেশের মানুষের জন্য কাজ করেছি। নারী হিসেবে আমি জনগণকে মাতৃস্নেহের সঙ্গে দেখি। আপনি যে নারী নেত্রীদের নাম নিয়েছেন তারা মহান ছিলেন। আমি তাদের মতো নই। আমি একজন খুব সাধারণ মানুষ। তবে আমি সবসময় মানুষের প্রতি আমার কর্তব্যের কথা অনুভব করি। আমাকে তাদের সেবা করতে হবে।

ড় ইউনূসের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শ্রম আদালত তার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। তিনি তার নিজের কোম্পানির যাদের বঞ্চিত করেছেন তারাই মামলা করেছেন। তিনি শ্রম আইন লঙ্ঘন করেছেন। এ ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই। তাই তাকে ক্ষমা করার প্রশ্ন আমার কাছে আসা উচিত নয়। তার নিজের কোম্পানির কর্মচারীদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি।

আগামী পাঁচ বছর বহির্বিশ্বের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক প্রত্যাশা করছেন, এই প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, আমি আগেও বলেছি- অর্থনৈতিক উন্নতি, মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করাই আমার প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে আমরা সব ধরনের কাজও শুরু করেছি। এটা আমরা পূরণ করতে চাই। যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় কম ভোট পড়ার ব্যাপারে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয় নিয়ে মার্কিন একজন পর্যবেক্ষকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। আমাদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক রয়েছে। এটা এখন আপনাদের সরকারের ওপর নির্ভর করছে।

এই পর্যায়ে বিবিসির এক সাংবাদিক বলেন, আপনি ২০১৮ সাল থেকে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি সঙ্গে সংলাপ করেননি। তাদের অনুপস্থিতিতে আপনি গতকাল নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। ৬০ মানুষ ভোটদানে বিরত ছিলেন। মানুষের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের কারণে মানবাধিকার সংস্থাগুলো আপনার সরকারের সমালোচনা করেছে। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে বাংলাদেশে একটি গতিশীল গণতন্ত্র থাকবে, যেখানে কোনো বিরোধী দল নেই? জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, প্রত্যেক দলের নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে। কোনো দল নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার অর্থ এই নয় যে গণতন্ত্র নেই। জনগণের অংশগ্রহণ ছিল কিনা এটা বিবেচনা করতে হবে। আপনি যেই দলের কথা উল্লেখ করলেন তারা কী করেছে? কিছুদিন আগেই তারা আগুন দিয়ে মানুষ হত্যা করেছে। তাদের দেওয়া আগুনে ট্রেনে মায়ের কোলে শিশুসহ চারজন নিহত হয়েছেন। এটা কি গণতন্ত্র? হ্যাঁ, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। সাধারণ মানুষকে হত্যা করা কোনো রাজনীতি নয়। এটা শুধুই সন্ত্রাস। এটা শুধুমাত্র একটা ঘটনা নয়, বহুবার এমনটা ঘটেছে। মানুষ এটা গ্রহণ করে না। আমরা ধৈর্য দেখিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন,এই দলটি নির্বাচনে অংশ নেয়নি। তারা মানুষকে ভোটদানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মানুষ তাদের কথা শোনেনি।

ভারতের টেলিগ্রাফের সাংবাদিক দেভাদ্বীপ পুরোহিতের প্রশ্ন ছিল, নির্বাচন শেষ হয়েছে। আপনি যখন গণতন্ত্রের কথা বলছেন, তখন আপনার বিরোধী দলের প্রয়োজন হবে। এ ব্যাপারে আপনি কি ভাবছেন? জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, আপনি কি চান আমি একটি বিরোধী দল গঠন করি? আমি তা করতে পারি? আমি নিজেও বিরোধী দলে ছিলাম দীর্ঘ সময়। আমরা আমাদের দল গঠন করেছি। বিরোধীদেরও তা করতে হবে। আপনি যদি তা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তার জন্য কে দায়ী?

এই বিজয় বাংলাদেশের জনগণের : শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ০৮।। আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করাই আমার লক্ষ্য। এবারের নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থী মনোনয়ন করার পাশাপাশি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। মানুষের স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছেন। এ বিজয় জনগণের বিজয়।

সোমবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে গণভবনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।

এ সময় দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক, সাংবাদিক, বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে শেখ রেহানা, প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে পুতুলসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শেখ হাসিনা বলেন, আটবার নির্বাচন করেছি।

এবার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের ৮০ মানুষ দরিদ্র ছিল। বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল দেশের মানুষ উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। বাবা যে আদর্শ নিয়ে কাজ করেছেন, আমাকে সেই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তিনি বলেন, আমার পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। আমার ছোট বোন আর আমি বেঁচে যাই। ছয় বছর আমরা রিফিউজি ছিলাম। খুব কষ্টকর জীবন ছিল।

আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, একটি দল নির্বাচন বর্জন করেছে। মিলিটারি ডিক্টেটর থেকে যে দল সৃষ্টি তারা নির্বাচন ভয় পায়, কারণ তাদের জনসমর্থন থাকে না। বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের বাংলাদেশে আসার জন্য তিনি নিজের, পরিবার ও দেশের মানুষের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আপনারা নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবেন, আমাদের দেশের কথা বলবেন।

আমাদের দেশটা অনেক সুন্দর।

বাংলাদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃদ্ধিতে ভারতের সমর্থন অব্যাহত রাখবে

মনির হোসেন,ঢাকা, জানুয়ারী ০৮।। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টানা চতুর্থবারের মতো বিজয়ী হওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মোদি বলেন, ''আমি সফলভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানাই।

সোমবার টুইটারে শেয়ার করা এক বার্তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের স্থায়ী ও জনকেন্দ্রিক অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' প্রধানমন্ত্রী মোদি সোমবার পাঠানো অভিনন্দন পত্রে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানা চতুর্থ মেয়াদে তার দেশকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাদের অপরিবর্তনীয় অংশীদারত্বের সব ক্ষেত্রে গভীরতর হতে থাকবে।

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিশ্বস্ত উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃদ্ধিতে সমর্থন অব্যাহত রাখবে ভারত। ওই বার্তায় বাংলাদেশের জনগণের অব্যাহত অগ্রগতি, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

পণের দাবিতে গৃহবধূকে ঘরবন্দি করে প্রাণে মারার চেষ্টা ! তদন্তে গাজোল থানার পুলিশ

মালদাহ, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): পণের দাবিতে এক গৃহবধূকে ঘরবন্দি করে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। ওই গৃহবধূ বর্তমানে মালদহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। ওই গৃহবধূর নাম রমা বিশ্বাস (৩৫), তার স্বামী গৌতম বিশ্বাস, বাড়ি মালদহের গাজোল ২ নম্বর অঞ্চলের মশালদিঘি এলাকায়। পরিবার সূত্রের খবর, রমা বিশ্বাস প্রায় ১৮ বছর আগে গৌতম বিশ্বাসের সাথে বিয়ে করেন। তাদের সংসারে এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে।

অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই গৌতম পণের দাবিতে নানা ভাবে নির্যাতন করে রমাকে। রমার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, স্বামীর নির্যাতন সত্ত্বেও আমরা মেয়েকে সংসার করার জন্য পরামর্শ দিই। আমার মেয়ে ধৈর্য সহকারে সংসার করছিল। সোমবার তার ছেলে-মেয়ে স্কুলে যায়, সেই ফাঁকে রমাকে বাপের বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ টাকা নিয়ে আসার কথা বলে গৌতম। অভিযোগ, রমা টাকা নিয়ে আসতে পারবে না বলাতে তাকে ব্যাপক ভাবে মারধর করে এবং প্রাণে মারার চেষ্টা করে। তার চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে গাজোল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তার অবস্থা খারাপ বুঝে গাজোল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মালদহ মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে পাঠায়।

গাজোল থানায় রমা বিশ্বাসের স্বামী গৌতম বিশ্বাস, গৌতম বিশ্বাসের ভাই উত্তম বিশ্বাস এবং রমার শাশুড়ি বাসন্তী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

রাঁচিতে অস্ত্রসহ গ্রেফতার এক অপরাধী

রাঁচি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে অস্ত্রসহ এক অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাঁচির লোয়ার বাজার থানার পুলিশ পুরসভার জলের ট্যাঙ্কের কাছে অস্ত্র সহ এক অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম মহম্মদ আসিফ আনসারি বলে জানা গিয়েছে। সে দোরান্দা থানা এলাকার হাতিখানার বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে একটি দেশীয় পিস্তল, একটি গুলি ও একটি নীল স্কুটার উদ্ধার করা হয়েছে।

সিটি এসপি রাজকুমার মেহতা সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক অপরাধীকে ধরা হয়। গোপন তথ্যে জানা গিয়েছিল যে এক ব্যক্তি নীল

রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সরাসরি দেখা যাবে টাইমস স্কোয়্যারেও

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। আগামী ২২ জানুয়ারি উদ্বোধন হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত অযোধ্যার রাম মন্দির। ওইদিন রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে রাম মন্দিরে। দেশবাসী তো বটেই, গোটা বিশ্বের হিন্দুরা তাকিয়ে রয়েছেন এই দিনটির দিকে। প্রবাসী ভারতীয়দের মনেও রাম মন্দির নিয়ে উচ্ছ্বাস কম নেই। প্রবাসীদের কথা মাথায় রেখে রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সরাসরি দেখা যাবে ঐতিহাসিক টাইমস স্কোয়্যারে। সেদিনের অনুষ্ঠান সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা হবে বিভিন্ন দেশের ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকেও।

আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য অযোধ্যায় রীতিমতো মহোৎসবের আয়োজন করেছে রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রে ট্রাস্ট। সেই মহোৎসবে যেমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থাকবেন, তেমনি আমন্ত্রিত দেশের প্রথম সারির নেতা ও সেলিব্রিটিরা। সেদিন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবে তাঁরই হাতে। পাশাপাশি ওই দিন গোটা দেশে পালিত হবে অকাল দীপাবলি। অযোধ্যায় দাঁড়িয়ে দেশের ১৪০ কোটি ভারতবাসীর কাছে অনুরোধ করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। দেশ জুড়ে বুথ-ভিত্তিক বড় স্ক্রিন টাঙিয়ে রাম মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি।

দেশের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ যাতে রাম মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে পারেন সেই জন্য এই উদ্যোগ। প্রবাসীদের কথা ভেবে রাম মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে বিদেশের মাটিতেও। বিশ্বের অন্যতম প্রধান ও চর্চিত শহর হিসাবে গণ্য করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ককে। নিউ ইয়র্ক শহরের প্রাণকেন্দ্র টাইমস স্কোয়্যার। সূত্রের খবর, আগামী ২২ জানুয়ারি নিউ ইয়র্কের ঐতিহাসিক চত্বরে দেখানো হবে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এমনকি রাম মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভারতীয় দূতাবাসেও।

জানা যাচ্ছে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণটা সরাসরি সম্প্রচার করা হবে অনলাইন প্লাটফর্মে। রাম মন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানা গেছে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি যতরকম আচার-নিয়ম আছে সবকিছুই পালন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এমনকি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজও রাখছেন তিনি।

করিমগঞ্জের বারইগ্রামে রেল লাইনের পাশে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ, উত্তেজনা এলাকায়

বারইগ্রাম (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বারইগ্রামে রেল লাইনের পাশে জনৈক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বান্দরকোণা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝড়ায়ালা এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বারইগ্রাম ফাঁড়ি এবং পাথারকান্দি থানার পুলিশ।

উদ্ধারকৃত মৃত যুবককে স্থানীয় শেরপুরের বাসিন্দা তজমুল হুসেন বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তজমুলের পরিবার সহ স্থানীয়দের সন্দেহ, কোনও দুষ্কৃতী তাকে খুন করে প্রমাণ লোপাটের জন্য রেল লাইনের পাশে ফেলে গেছে।

আজ সোমবার সকালে বারইগ্রাম-দুল্লভছড়া রেল লাইনের পাশে মুখ বাঁধা অবস্থায় মৃতদেহটি দেখতে পান স্থানীয়রা। মৃত যুবকটি পেশায় রাজমিস্ত্রির সহযোগী ছিলেন। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে তিনি দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করছিলেন। সম্প্রতি বাড়িতে এসেছিলেন। গতকাল রবিবার বিকালে ফের ডিমাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। তজমুলের মৃতদেহ যে জায়গা থেকে উদ্ধার হয়েছে তার পাশেই বৈদ্যেনাথপুর গ্রাম। ওই গ্রামে তজমুলের শ্বশুর বাড়ি। এ ঘটনায় মৃতের পরিবারের ধারণা, গত প্রায় একমাস ধরে তজমুলের সাথে তার শ্বশুর বাড়ির লোকদের ঝগড়া চলছিল। এমন-কি তার স্ত্রী-সন্তানরা শ্বশুর বাড়িতে ছিলেন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে থানায় মামলাও হয়। ফলে তার মৃত্যুর পিছনে শ্বশুর বাড়ির লোকদের হাত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছেন তজমুলের পরিবারের সদস্যরা।

তাঁরা জানান, ডিমাপুরে যাওয়ার আগে শ্বশুর বাড়িতে উঠেছিল তজমুল। আজ সকালে মৃতদেহটির মুখ গামছা দিয়ে বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার হয় ঝড়ায়ালা এলাকায় রেল লাইনের পাশে। মৃতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন সহ পাশে একটি হ্যান্ড ব্যাগও উদ্ধার হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে জেলা সদর করিমগঞ্জ থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রতাপ দাস এবং রেল পুলিশের ওসি হেমন্ত বরুয়া সহ পাথারকান্দি থানা থেকে পুলিশের দল গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন

- বহু কেন্দ্রে সন্ধ্যার পরও চলে ভোটগ্রহণ
- ভোটের হার ৭০ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা

হাফলং (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আজ সোমবার সকাল ৮:০০টা শুরু হয়েছে ত্রয়োদশ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন। ভোটদানের সময়সীমা ছিল বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত। কিন্তু ভোটারদের দীর্ঘ সারি থাকায় এই খবর লেখা পর্যন্ত চলছে ভোটদান পর্ব।

এদিকে ভোট শুরু হওয়ার প্রথম দুই ঘণ্টায় সকাল ১০টা পর্যন্ত ভোটের হার ছিল ১০.৯২ শতাংশ। দুপুর ১২টায় এই হার বেড়ে হয় ৩৩.৪২ শতাংশ। বিকাল ৩:০০টায় ভোট পড়ে ৫৫.১৬ শতাংশ। তবে এই ভোটের হার বেড়ে ৭০ শতাংশ হতে পারে বলে ধারণা করছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সোমবার ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলেও ক্ষমতাসীন বিজেপির বিরুদ্ধে রিগিং করার অভিযোগ উঠেছে। দিগের আসনের বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সেথমিন থাং খংসাইয়ের অভিযোগ, দিগের আসনে বিজেপি প্রার্থী স্যামুয়েল চাংসন মৌলকন এবং টংগিক্রো ভোট গ্রহণ কেন্দ্র জোর করে দখল করে ছাপ্পা ভোট দিয়েছেন। তাছাড়া থিংভম গ্রামের লেটখোলাল নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোটারদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পরও ভোট দানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে বিজেপি, অভিযোগ বিরোধীদের। অন্যদিকে সেমখর আসনে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আসতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। এমন-কি সেমখরে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ব্যালট পেপার পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, বুথ দখল, রিগিং ও টাকা বিলিয়ে ভোটে জিততে চাইছে বিজেপি। হাতিখালি আসনে বিজেপি প্রার্থী নিরঞ্জন হোজাই আজ সকালে ভোটারদের মধ্যে টাকা বিতরণ করার এক ভিডিও এখন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এত কিছুর পরও জেলা প্রশাসন বা রাজ্য নির্বাচন আয়োগ এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগ বিরোধী কংগ্রেস এবং তৃণমূলের।

উল্লেখ্য উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ২৮টি আসনের মধ্যে ৬-টি আসনে বিজেপি-প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করায় সোমবার পরিষদের ২২টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হাতে পায়ের চামড়া ওঠার সমস্যা থেকে মুক্তি পান চুটকিতে

হাত ও পায়ের অতিরিক্ত চামড়া ওঠা সমস্যায় ভুগছেন? এ নিয়ে আর চিন্তা করার দরকার নেই। কারণ এই শীতেও নরম তুলতুলে থাকবে আপনার হাত পা। মাত্র কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করেলই মিলবে স্বস্তি।মেনে চলতে হবে কিছু নিয়ম। রইল আপনাদের জন্য এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছু উপায়।

১) হাতের চামড়া উঠলে একটি পাত্রে তিল তেল, গ্লিসারিন ও গোলাপজল ইত্যাদির উপকরণগুলো সমান পরিমানের নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। তারপর এই মিশ্রণটি হাতে লাগান। অনায়াসে মুক্তি পাবেন।

২) কাঁচা দুধ- আমাদের ত্বকের জন্য উপকারী উপাদানগুলির মধ্যে একটি হলো কাঁচা দুধ। এটা আমাদের ত্বকের মৃত কোষ সরিয়ে নতুন কোষ জন্মাতে সাহায্যকরে। ত্বক নরম রাখে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থেকেও মুক্তি দিতে সাহায্য করে। ১০ মিনিট গরম জল দিয়ে ধুয়ে দিন।

৩) পায়ে চামড়া উঠলে একটি পাত্রে মধু, গ্লিসারিন, লেবুর রস ও অ্যালোভেরা জেল ইত্যাদির উপকরণগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিন। তারপর এই মিশ্রণটি রাতে ঘুমোতে যাওয়ার ৩০ মিনিট আগে ভালো করে পায়ে লাগিয়ে নিন। এটি ব্যবহার করলে ভালো উপকার পাবেন আপনারা।

৪) অলিভ অয়েল- অলিভ অয়েল আমাদের ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। কারণ এর মধ্যে থাকে ফ্যাটি এসিড এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা আমাদের ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করতে সহায়তা করে। তাই এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন স্নান করতে যাওয়ার ঠিক আধঘন্টা আগে করে হাতে ও পায়ে ভালো করে অলিভ অয়েল দিয়ে ম্যাসাজ করুন। এছাড়া আপনারা অলিভ অয়েল এর বদলে নারকেল তেলও ব্যবহার করতে পারেন।

শীতকালে মুখের ঘা থেকে মুক্তি পান এই ভাবে

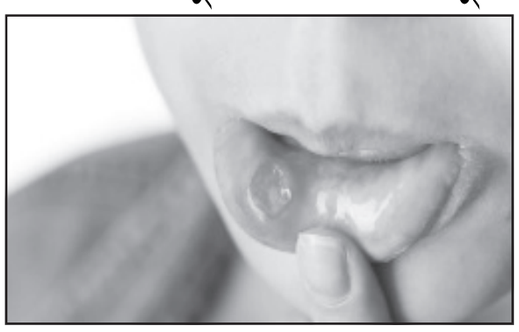

মুখের ঘা খুবই যন্ত্রণাদায়ক। মুখের ভেতরের ত্বকের আস্তরণে ক্ষত সৃষ্টির মাধ্যমে মাউথ আলসার বা মুখের ঘা শুরু হয়। এর থেকে মুখের ক্ষত বাড়ে। মুখে হঠাতকামড় লাগা, টুথব্রাশের আঘাত, শক্ত খাবার খাওয়ার সময় ঘর্ষণ, ভিটামিনের অভাব, দাঁত খোঁচানো, ঘুমের অভাব ও মানসিক চাপের কারণে মাউথ আলসার হয়।

জেনেনিন এর থেকে প্রতিকার পাওয়ার উপায় ;

মধু : ঘরে বসেই মুখের আলসার সারাতে মধু ব্যবহার করতে পারেন। এর অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য মুখের আর্দতা বজায় রাখে ও শুষ্কতা দূর করে। মধুর সঙ্গে এক চিমটি হলুদ মিশিয়েও মুখের ঘায়ের ব্যবহার করতে পারেন।

তুলসি পাতা : ওষুধি গুণে ভরপুর তুলসি মুখের ঘা সারাতেও কার্যকরী অবদান রাখে। এর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য মুখকে জীবাণুমুক্ত করে। মুখের ঘা সারাতে তুলসি পাতা চিবিয়ে খান কিংবা দিনে দুবার তুলসি ফোটানো গরম জল দিয়ে গার্গল করুন।

লবণ জল : মুখের ঘা সারাতে লবণ জল কার্যকর। এই পানি দিয়ে গার্গল করলে মুখের ব্যাকটেরিয়া দূর হয়। লবণ জল মুখের দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া কমায়। ভালো ফলাফলের জন্য দিনে দুবার গার্গল করুন।

রসুন : প্রাকৃতিক অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান আছে রসুনে। মুখের আলসারের ব্যথা ও ক্ষত দূর করতে রসুন ব্যবহার করতে পারেন। এতে অ্যালিসিন নামক উপাদান আছে। যা ঘায়ের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। ভালো ফলাফলের জন্য দিনে দুবার আক্রান্ত স্থানে এক কোয়া রসুন ঘষুন।

কমলার রস : ভিটামিন সি এর অভাবে মুখে আলসার হয়। এ কারণে বেশি করে কমলার রস পান করুন। এ ছাড়াও যেসব খাবোরে ভিটামিন সি আছে সেগুলো বেশি করে খাওয়া জরুরি।

টুথপেস্ট : টুথপেস্টে থাকে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য। যা কালশিটে সংক্রমণ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। মুখের ক্ষত স্থানে টুথপেস্ট লাগালে ব্যথা কমে ও জ্বালাপোড়া সেরে যায়।

আপনার চোখের যত্নে যা যা করণীয়

চোখ আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। চোখ দিয়েই আমরা পৃথিবীতে সব দেখি। চোখ যেমন গুরুত্বপূর্ণ চোখের যত্নও গুরুত্ব সহকারে করতে হবে। চোখের ওপর নানা কিছুর প্রভাব পড়ে। যেমন অতিরিক্ত মোবাইল দেখা। কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে অনেক সময় তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি। কী করলে চোখের অবস্থা খারাপ হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবেন সেটা জেনে নিই।

১. সকালে ঘুম থেকে উঠে হাতের দুই তালু একসাথে ঘষে কিছুটা গরম করে নিন। এবার সেই তালু চোখের ওপর রাখুন। এতে চোখের পাতা গরম হবে। আর চোখ ভালো থাকবে। দিনে দুই-তিনবার এটি করতে পারলে ভালো।

২. সম্ভব হলে সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পায়ে ঘাসের জমিতে হাঁটুন। এতেও চোখের উপকার হয়। আবার সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকা চোখের জন্য ভালো, এমনই মনে করেন অনেকে।

৩. মধু এবং আমলকীর রস মিশিয়ে প্রতিদিন খান। এটি দৃষ্টিশক্তির জন্য ভালো।

৪. নিয়মিত কাঁচা গাজর খান। চোখের জন্য খুব উপকারী। পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাকসবজি খেতে হবে।

৫. কম্পিউটার বা ফোনে অনেকটা সময় তাকিয়ে থাকলে দিনে চার-পাঁচবার অবশ্যই চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিন।

৬. রোজ সকালে কাঠবাদাম, কাজু এবং কিশমিশ খান। রাতে জলে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে খালি পেটে খান।

৭. ধূমপানে চোখেরও ক্ষতি হতে পারে। যেমন রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ছানি পড়া, চোখের স্নায়ুর ক্ষতি ইত্যাদি।

৮. চোখ ভালো রাখতে ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ মাছ খান।

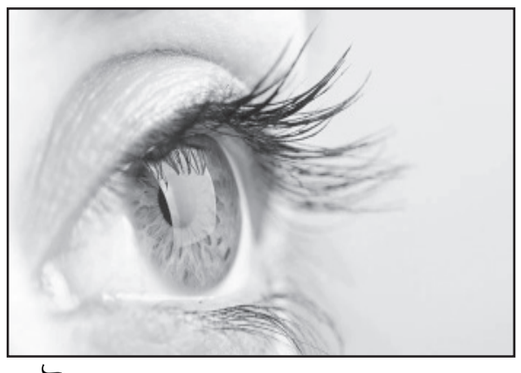

মাইগ্রেনের সমস্যা? তাহলে নিয়ন্ত্রণ করবে এই ৬টি খাবার

যেকোনো সময় হঠাতকরে তীব্র মাথা ব্রথায় ভুগে থাকেন অনেকেই। বিভিন্ন কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে। তবে মাইগ্রেন হলো এক বিশেষ ধরনের মাথাব্যথা। এই ব্যথা মাথার যেকোনো একপাশ থেকে শুরু হয়। আস্তে আস্তে পুরো মাথায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র ব্যথা ও যন্ত্রণা। এতে মস্তিস্কে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়। মস্তিস্কের বাইরের আবরনে যে ধমনী আছে, সেগুলো মাথাব্যথার শুরুর দিকে ফুলে ওঠে। আর মাথাব্যথা যতই বাড়তে থাকে বমি বমি ভাব এমনকি রোগীর দৃষ্টিবিভ্রম পর্যন্ত ঘটতে পারে।

আসলে যিনি মাইগ্রেনের ব্যথায় ভুগেন; তিনিই জানেন এটি কতটা কষ্টকর। নারী-পুরুষ সবারই মাইগ্রেন হতে পারে। তবে নারীদের মহিলাদের বেশি হয়ে থাকে। এই ব্যথার উত কী? মাইগ্রেন জিনগত এক রোগ। পরিবারের কারও থাকলে, এটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মস্তিষ্কের ট্রাইজেমিনাল নার্ভ উত্তেজিত হলে এই ব্যথা শুরু হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, মস্তিষ্কের সেরেটোনিন নামক কেমিকেলের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ায় মাইগ্রেনের ব্যথা হয়ে থাকে। আর পুরুষদের তুলনায় নারীদের এই সমস্যা বেশি হওয়ার কারণ হরমোনের তারতম্য। নারীদের শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের কারণেই মাইগ্রেনের প্রকোপ বেশি। তাই অনেকের বয়ঃসন্ধিকালে প্রথম ঋতুস্রাবের সঙ্গেই মাইগ্রেনের ব্যথাও শুরু হয়ে থাকে। এ ছাড়াও যেসব নারীরা ওরাল কনট্রাসেপটিভ পিল খান; তাদের ক্ষেত্রেও এই মাথাব্যথার সমস্যা বেড়ে যায়। আবার অনেক নারীর জরায়ু অস্ত্রোপচারে পরে হরমোন থেরাপির কিছু ওষুধ দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রেও মাইগ্রেনের দেখা দেয়। তবে কিছু খাবার আছে, যেগুলো নিয়মিত খেলে মাইগ্রেনের ব্যথা থেকে দ্রুত মুক্তি মিলবে-

বাদাম

এতে থাকে ম্যাগনেশিয়ামসহ বিভিন্ন পুষ্টিকর উপাদানসমূহ। যা মাথাব্যথা কমাতে সাহায্য করে। এজন্য কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, আখরোট খাওয়ার অভ্যাস করুন।

ওটস

রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ওটস। বিশেষজ্ঞদের মতে, ফলে রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকলে মাইগ্রেনের ব্যথা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

জল

জলের অপর নাম জীবন- এ কথা সবারই জানা। শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান জলেই আছে। তাই দিনে ৮-১০ গ্লাস জল পান করলে মাইগ্রেনের ব্যথা থেকে মুক্তি মিলবে।

ভিটামিন বি-২

পাশাপাশি ভিটামিন বি-২ এর পরিমাণ বাড়াতে হবে। এর ফলে মাইগ্রেনের ব্যথা কম হয়। মাছ, মাংস, ডিম, দুগ্ধজাত খাদ্য, চিজ, বাদামে ভিটামিন বি-২ এর পরিমাণ বেশি মাত্রায় থাকে।

হার্বাল চা

মাথাব্যাথার সময় অনেকেই চা খেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে হারবাল চা খুবই উপকারী। এজন্য আদা কুঁচি ও লেবু দিয়ে চা খেলে ব্যথার পরিমাণ অনেকটাই কমে যায়।

গোলমরিচ

এতে থাকা বিভিন্ন পুষ্টিগুণ মাইগ্রেন থেকে রক্ষা করে। এক কাপ গরম জলে গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যাবে। সঙ্গে মধু আর লেবুও মিশিয়ে নিতে পারেন।

শীতের দিনে শাখ-সবজি কেনার সময় অব্যশই দেখে নেবেন

বাজারে বাহারি রং ও স্বাদের ফল ও সবজি দেখে অনেকেই আকর্ষিত হয়ে সেগুলো কিনেন। তবে বাসায় আনার পর দেখা যায় সেগুলোর কোনোটি হয়তো নষ্ট বা একদিন রাখার পরই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফল কিংবা সবজি। তাই ফল বা শাকসবজি কেনার সময় কিছু বিষয় আছে যা খেয়াল রাখতে হবে।

করণীয় ১. স্থানীয়ভাবে উতাদিত, তাজা, মৌসুমি, পরিপক্ক ফলমূল ও শাকসবজি কেনা। ২. ঝরঝরে, সতেজ, সবুজ ও রঙিন শাকসবজি বেছে কিনুন। ৩. ফল কেনার সময় খেয়াল রাখুন ফলগুলো শক্ত, তাজা, নিখুঁত ও পরিষ্কার কিনা।৪. যথাসম্ভব রসালো ফল কিনুন। বর্জনীয় ১. ফল ও সবজি অতিরিক্ত পাকা কলা, গলা, কালো দাগযক্ত, থেতলানো বা পোকাযুক্ত কি না তা দেখে কিনুন। ২. শুকনো বা বিবর্ণ, হলদেটে পাতাযুক্ত বা দুর্গন্ধময় ও অমসৃণ শাকসবজি কিনবেন না। ৩. সবুজ, অঙ্কুরিত ও কুঁচকানো আলু বা কচু জাতীয় সবজি কিনবেন না।

শরীর-মন ঠিক রাখার উপায় বললেন বিশেষজ্ঞরা

হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু বেড়ে গেছে। নাচতে গিয়ে, হাঁটার সময়, বসে থেকে, অফিসে- বাড়িতে- বিয়েবাড়িতে, ক্রিকেট-ফুটবল খেলার সময় হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হচ্ছে কমবয়সি থেকে বেশি বয়সিদের। হৃদরোগ এখন বয়স বাছবিচার করে আসছে না। যখন তখন যত্রতত্র হার্ট অ্যাটাক হানা দিচ্ছে। উপসর্গও বোঝা যাচ্ছে না। মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে রোগী, তারপর সব শেষ। বাঁচানোর সময়টুকু পাওয়া যাচ্ছে না। পরপর এমন ঘটনা ঘটতে থাকায় চিন্তা বেড়েছে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদেরও। কী করলে হবে সমাধান ? কীভাবে এই মারণ হৃদরোগ থেকে বাঁচা যাবে, সেই চিন্তাই এখন বেশি। আর তার কিছু সহজ সমাধানও বলেছেন বিশেষজ্ঞরা।

এখনকার সেডেন্টারি লাইফস্টাইলে অতিরিক্ত চিন্তা-স্ট্রেস-খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম, নেশার প্রবণতা ইত্যাদি নানা কারণে হার্টের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। ভেতরে ভেতরে হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ছে, ব্লকেজ হচ্ছে যা বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। তারপর একদিন আচমকাই হার্টে অ্যাটাক হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এইসবই সাইলেন্ট হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ। বাইরে থেকে লক্ষণ বোঝা যায় না। তাই এই সময় হার্ট ভাল রাখতে যেমন নিয়ম মেনে খাওয়াদাওয়া করা জরুরি তেমনি দরকার শরীরচর্চা। তার জন্য যোগাসনই ভাল উপায় হতে পারে। যোগব্যায়ামে একই সঙ্গে শরীর ও মন দুইই ভাল থাকে।

শরীর ভেতর থেকে মজবুত করে যোগাসন

সুস্থ শরীর মানেই ফিট, আত্মবিশ্বাসী চেহারা। বাইরেটা ঝকঝকে করতে হলে আগে ভেতরের খোলনলচে সারিয়ে তুলতে হবে। এখন দেখা যাক, যোগাসনে কী কী সুফল মেলে-

রক্তচাপ-নিয়মিত যোগাভ্যাসে রক্তচাপ থাকে নিয়ন্ত্রণে। শরীরে রক্ত সঞ্চালন ঠিকভাবে হয়। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো সঠিক যোগাসন করলে উচ্চরক্তচাপের সমস্যা দূর হয়। ঘন ঘন ওষুধ খাওয়ার দরকার পড়ে না।

পালস রেট-হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ মানেই পালস রেট হঠাতকরে খুব বেড়ে যাওয়া, বা একেবারে কমে যাওয়া। যোগাসন এই পালস রেটকে ঠিক জায়গায় রাখে।

রক্ত সঞ্চালন-নিয়মিত যোগাসন মানেই সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন সঠিকভাবে হওয়া। বিপাকের হার বাড়ে, শরীরের প্রতিটি অঙ্গে অক্সিজেন পৌঁছয়।

শ্বাসযন্ত্র থাকে ফিট-যাঁরা ক্রনিক সর্দিকাশির সমস্যায় ভোগেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কিছু ব্রিদিং এক্সারসাইজ খুব ভাল কাজ দেয়। ফুসফুসকে ভাল রাখে। শ্বাসের সমস্যা, হাঁপানির মতো রোগ দূর করে।

শরীরের প্রতিটি অঙ্গ থাকে ফিট-ব্রিদিং এক্সারসাইজ, ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ভাল রাখার এক্সারসাইজ, স্পাইনাল এক্সারসাইজ (ব্যাক বেন্ডিং, ফরওয়ার্ড বেন্ডিং, এক্সটেনশন ইত্যাদি), নানা রকম আসন শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। জটিল রোগের ঝুঁকি কমায়।

রোগ প্রতিরোধ বাড়ায়-নীরোগ শরীর মানেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। বর্তমানে যেভাবে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে, তাতে শরীরকে সবচেয়ে আগে শক্তপোক্ত করতে হবে। ইমিউনিটি বাড়লেই কাবু হবে যে কোনও সংক্রামক ব্যধি।

বিপাকের হার বাড়ায়-নিয়মিত যোগাসনে খিদে বাড়ে, হজমের সমস্যা দূর হয়। খাবারের পুষ্টি সারা শরীরে পৌঁছয়। হজমশক্তি বাড়াতে মুঠো মুঠো ট্যাবলেট খাওয়ার দরকার পড়ে না।

গাঁটে গাঁটে ব্যথা কমায়-আর্থাইটিসের মোক্ষম দাওয়াই হল যোগ ব্যায়াম। তাছাড়া অফিসে সারাদিন একভাবে বসে থেকে শিরদাঁড়ায় ব্যথা, পিঠে বা পায়ের ব্যথায় আরাম পেতেও নিয়মিত যোগাসন করা উচিত। যেমন, ঘাড় আর কাঁধের কিছু ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে কাঁধের ব্যথা বা ঘাড়ের ব্যথা সারিয়ে নেওয়া যায়।

মানসিক চাপও কমবে যোগাসনে মুড- মেজাজই আসল রাজা। যোগাসন সবচেয়ে ভাল মুড বুস্টার। যোগের একটা সুন্দর গালভরা নাম আছে- সাইকো-সম্যাটিক মেডিসিন। মানে, মন থেকে শরীরে যে সব রোগ জন্ম নেয়, তাদের মোক্ষম দাওয়াই যোগাসন।

স্ট্রেস ফ্রি-মেজাজ ফুরফুরে তো স্ট্রেস বা ক্লান্তি পালাবে বহুদূর। হাল্কা আসান, নিয়মিত প্রাণায়ামে মন থাকবে একেবারে চাঙ্গা।

অবসাদ, উদ্বেগ গায়েব-অফিসের টেনশন হোক, বা সাংসারিক চাপ, নিজের জন্য দু'দণ্ড সময় বার করে যোগাসন করেই দেখুন না, অবসাদ-উদ্বেগ উধাও হয়ে যাবে চোখের পলকে। মনের উপর নিয়ন্ত্রণ-এর জন্য যোগাসনের চেয়ে ভাল ওষুধ আর কিছু হয় না। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে সঠিক মেডিটেশন করতে পারলে মনের উপর নিয়ন্ত্রণ হয় জোরালো। আবেগ, অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব দেখা যায়। পজিটিভিটি- দুশ্চিন্তা সরিয়ে জীবনকে সুন্দর করে দেখতে হলে মানসিক চাপ আগে কমাতে হবে। তার জন্য যোগাসন প্রয়োজন।

মনোযোগ বাড়ে-যে কোনও কাজেই মনোযোগ বাড়াতে যোগাসনের চেয়ে ভার টোটকা কিছু হয় না। স্মৃতিশক্তিও বাড়ে। চঞ্চল মন শান্ত হয়-উদ্বেগ কমা মানেই মন শান্ত, ধীরস্থির হয়। চিন্তাভাবনাগুলো ডানা মেলতে পারে।

গুড়-বাতাসা নয়, খান গুড়-জল!

শীত মানেই গুড় খাওয়ার বেলা! প্রাকৃতিক এই মিষ্টি খাদ্যটি নানা আকারে ও নানা স্বাদে পাওয়া যায়। বহু মানুষ চা, ডেজার্ট, রুটি, পায়েস ও নানা সুস্বাদু খাদ্যবস্তুতে গুড় মিশিয়ে খান। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উচ্চ মানের পটাশিয়ামের উৎস গুড়। দেহে ইলেকট্রোলাইটস- এর ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে গুড়। এছাড়া রয়েছে গুড়ে রয়েছে একাধিক খনিজ যেমন ক্যালশিয়াম, জিঙ্ক, ফসফরাস এবং তামা। শীতে গুড় উতাদন বাড়ে। ফলে শীতকালে টাটকা গুড় খেলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে স্বাস্থ্যেও। শীতকালে স্বাস্থ্যকরভাবে গুড় সেবনের একটি পদ্ধতি হল, গরম জলে গুড় মিশিয়ে খাওয়া।

আয়ুর্বেদেও সুস্থ থাকতে গরম জলে গুড় মিশিয়ে খাওয়ার পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই প্রাকৃতিক পানীয়টি ন্যাচারাল ডিটক্স এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। হজম ক্ষমতাও বাড়াতে সাহায্য করে গুড়-জল। বিশেষ করে যাঁরা ওজন ঝরাতে চান বা ডায়াবেটিসের সমস্যায় ভুগছেন তাঁরাও গুড় সেবন থেকে উপকার পেতে পারেন। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও গুড় সাহায্য করে।

পুষ্টিবিদরাও বলছেন, সকাল বেলায় খালি পেটে ঈষদুষ্ণ জলে গুড় মিশিয়ে পান করলে তা একদিকে যেমন দ্রুত এনার্জি দিতে পারে তেমনই হজমের নানা সমস্যাও দূর করতে সক্ষম। রয়েছে আরও নানা উপকার।

কীভাবে তৈরি করবেন গুড়-জল?

একগ্লাস গরম জল নিয়ে গরম করুন। এবার এক টুকরো গুড় যোগ করুন জলে। এবার একটা চামচ দিয়ে জলে গুড় গুলুন। এবার জল ঠান্ডা করতে দিন। পান করার মতো উষ্ণতায় গুড়-জল পৌঁছে গেলে পান করুন। এবার দেখা যাক প্রতিদিন খালি পেটে গুড় জল পান করলে কী কী উপকার পাওয়া যায়-

হাড়ের স্বাস্থ্য

হাড় মজবুত করতে সাহায্য করে গুড়। অস্থিসন্ধির ব্যথা কমায়। হাড়ের নানা সমস্যা যেমন আর্থাইটিসের ব্যথা দূর করতেও কাজে আসে গুড়। কারণ গুড়ে রয়েছে উচ্চ মাত্রায় পটাশিয়াম এবং সোডিয়াম। ঈষদুষ্ণ জলে গুড় মিশিয়ে পান করলে তা দেহে রক্তচাপ স্বাভাবিক করতে সাহায্য করে।

আয়রনের ঘাটতি কমায়

আপনার রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কম থাকলে অতিঅবশ্যই গুড় খান। কারণ গুড়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আয়রন ও ফোলেট যা হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। ফলে রক্তাল্পতার মতো সমস্যা দূর হয়। অ্যানিমিয়ার সমস্যায় ভোগা মহিলাদের জন্য গুড় অত্যন্ত উপযোগী খাদ্য।

শরীর ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে আমাদের শরীর থেকে টক্সিন বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে গুড়। ঈষদুষ্ণ জলে গুড় মিশিয়ে খেলে তা রক্ত পরিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে। লিভারের স্বাস্থ্যও ভালো রাখে। আর আমরা জানি লিভার ভালো থাকলে তার প্রভাব পড়ে ত্বকেও। নিয়মিত ঈষদুষ্ণ জলে গুড় মিশিয়ে খেলে তা ত্বকেও আনে আলাদা দীপ্তি। ত্বকে বলিরেখা পড়াও প্রতিরোধ করে।

ইলেকট্রোলাইটস-এর ভারসাম্য

পটাশিয়ামের খুব ভালো উত গুড়। নিয়মিত গুড় খেলে শরীরে ইলেকট্রোলাইটস-এর ভারসাম্য বজায় থাকে। শরীরে জল জমার মাত্রা কমে ও ওজন বৃদ্ধিও প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। তবে ওজন ঝরাতে চাইলে গুড় খেতে হবে একদিন অন্তর।

রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি

গুড় ম্যাগনেশিয়ামের অত্যন্ত ভালো উত। এছাড়া রয়েছে ভিটামিন বি১, বি৬ এবং ভিটামিন সি। এছাড়া গুড়ে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং খনিজ। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সবকটি ভিটামিন খনিজের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই মনে করে নিয়মিত খালিপেটে খান গুড় জল! এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)

শীতের এই সস্তার সবজিই ক্যানসারের যম

শীত মানেই রীস্তার ধারে ভর্তি ফুলকপি আর বাঁধাকপিতে। শীতের যে কোনও অনুষ্ঠান বাড়িতে তরকারি হিসেবে পাতে পড়বেই এই সবজি। নুডলস, মোমো থেকে স্যুপ সর্বত্রই এর অবাধ বিচরণ। অনেকে আবার মাংসের মধ্যেও মিশিয়ে দেন সস্তার এই সবজিটি। এমনই তার বহর। স্বাদে ভাল না লাগলেও স্বাস্থ্যকর হিসেবে এই সবজিটির খ্যাতি বিশ্বজোড়া। বাঁধাকপির পাতা গৃহপালিত পশুরাও যেমন মনের সুখে খায় তেমনই শীতে আমাদের প্রায় রোজকার রান্নাঘরে কষিয়ে রান্না করা হয় বাঁধাকপি। পিকনিক হোক বা সরস্বতী পুজো, মেন্যুতে বাঁধাকপির তরকারি থাকবেই। বাঁধাকপির মধ্যে থাকে ভিটামিন, খনিজ, ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস। এছাড়াও এই সবজিটির মধ্যে ক্যালোরি একেবারেই নেই। থাকে উচ্চ পরিমাণ ফাইবার। ফলে ওজন কমে খুব তাড়াতাড়ি।

ব্রকোলি, বাঁধাকপি এবং ফুলকপি- এই তিন সবজিরই একাধিক উপকারিতা রয়েছে। সেই সঙ্গে এই সবজিটি পুষ্টিতে ভরপুর। জেনে নিন খেলে কী কী উপকারিতা পাবেন- বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাঁধাকপির মধ্যে থাকে সালফার। এই সালফোরাফেন ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি ঠেকাতেও কার্যকরী এই যৌগটি। বাঁধাকপির মধ্যে থাকে অ্যান্থোসায়ানিন নামের শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। যা ক্যানসার থেকে সেরে উঠতে ভীষণ ভাবে সাহায্য করে। শরীরে যে কোনও প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে বাঁধাকপি। এর মধ্যে থাকে সালফোকাফেন, কেম্পফেরল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সে সঙ্গে বাঁধাকপির রয়েছে অ্যান্টি ইফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য। যে কারণে সংক্রমণ, ব্যথা এসব থাকে অনেক দূরে। বাঁধাকপির মধ্যে থাকে ভিটামিন কে, আয়োডিন এবং অ্যান্থোসায়ানিন। যা মস্তিষ্কের জন্য উপকারী। অ্যালঝাইমার্স রোগীরা রোজ বাঁধাকপি খেতে পারলে তাই খুব ভাল। মস্তিষ্কোর কার্যকারিতা, স্মৃতিশক্তি বাড়াতে ভূমিকা রয়েছে এই সবজিটির।

বাঁধাকপির মধ্যে রয়েছে পটাশিয়াম এবং ফাইটোকেমিক্যালস। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। বাঁধাকপির যেম ওষধি গুণ রয়েছে তেমনই একাধিক পুষ্টিও রয়েছে। হজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে, ওবেসিটি, আলসার, ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণেও সমান ভাবে কার্যকরী এই বাঁধাকপি।

নিরঙ্কুশ বিজয়ী হওয়ায় প্রথম শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাল ভারত

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ০৮।। বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় লাভ করায় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে ভারত। সোমবার (৮ জানুয়ারি) সকালে গণভবনে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং অভিনন্দন জানান। সাক্ষাৎকালে শেখ হাসিনার নতুন মেয়াদে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে ভারতীয় হাইকমিশনার আশা প্রকাশ করেন। প্রণয় ভার্মা বলেন, স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভারত বাংলাদেশকে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে যাবে। তিনি এ সময় মুক্তিযুদ্ধে দুই দেশের অভিন্ন আত্মত্যাগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্ক ও দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের কথা তুলে ধরেন। ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশন জানায়, হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি ও ভারতের জনগণের পক্ষে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। কথা মতো শেখ হাসিনার নতুন মেয়াদে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে ভারতীয় হাইকমিশনার আশা প্রকাশ করেন। এ সময় ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মার স্ত্রী, বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা ও বঙ্গবন্ধুর নাতনী সায়মা ওয়াজেদ পুতুল উপস্থিত ছিলেন।

এবার অনুপমের পোস্টে ডিওয়াইএফআই এর ব্রিগেডে জনসমুদ্রের ছবি

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): "লোকসভা নির্বাচনের মাত্র দু মাস আগে ব্রিগেড 'লালে লাল।"' সোমবার সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে এ কথা লিখলেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা। তাঁর এই পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বছর শেষে শাহ-নাড্ডার বঙ্গ সফরের মধ্যেই পদ্মে পদ-হারা হয়েছিলেন অনুপম হাজরা। তার আগে থেকেই রাজ্য বিজেপির একাংশের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দেগে চলেছিলেন তিনি। আর সেই সময়ই জল্পনায় উঠে আসে একটি প্রশ্ন, তাহলে কি তৃণমূলে যোগ দেবেন বিজেপির নেতা ? পদ-হারা হওয়ার পর তো সেই জল্পনা বাড়ে। এবার কোন পথে যাবেন তিনি। দলবদলের কথা না বললেও সামাজিক মাধ্যমে একের পর এক পোস্ট করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ধোঁয়াশা রেখেছেন তিনি। এবার অনুপমের পোস্টে ডিওয়াইএফআই এর ব্রিগেডে জনসমুদ্রের ছবি।

সোমবার তিনি একটি পোস্টে লিখলেন, "না ক্ষমতায় কেন্দ্রে, না ক্ষমতায় রাজ্যে....শেষ কবে ক্ষমতায় ছিলো, তাও হয়তো অনেকে ভুলে গেছে...। ...না ছিলো প্রধানমন্ত্রীর ছবি না ছিলো মুখ্যমন্ত্রীর ছবি, তবুও দেখি প্রচারের চাকচিক্য, তাম-ঝাম ছাড়াই - লোকসভা নির্বাচনের মাত্র দু মাস আগে ব্রিগেড 'লালে লাল।"'

কেন এমন পোস্ট? স্বাভাবিক ভাবেই বাড়িয়েছে জল্পনা। সেই সঙ্গে অনুপমের মন্তব্য, বাংলার মানুষের মন পড়তে পারাটাও জরুরি। বাঙালি মন, বাঙালি সংস্কৃতি কখন যে কাকে চায়, বলা মুশকিল ! এভাবে কি রাজ্য বিজেপির উপরতলার নেতাদেরই খোঁচা দিলেন অনুপম?

যদিও এই পোস্ট থেকে যে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন জল্পনা তৈরি হতে পারে, তা আশঙ্কা করেই অনুপম মজা করে লিখেছেন, "আজকের পর থেকে নতুন ভবিষ্যৎবাণী হবে হয়তো - 'ড: অনুপম হাজরা আর কয়েক দিনের মধ্যেই সিপিএম জয়েন করতে চলেছেন"

সন্দেশখালি ও বনগাঁকাণ্ডে বৈঠকে বসছে মমতার ঠিক করে দেওয়া কোর কমিটি

উত্তর ২৪ পরগণা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে চাপে পড়েছে একদা 'বালুর জেলা' বলে পরিচিত উত্তর ২৪ পরগনা তৃণমূল নেতৃত্ব। সেই আবহে সোমবার বৈঠকে বসছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করে দেওয়া কোর কমিটি।

গত দুদিন ধরে একাধিক ঘটনায় উত্তপ্ত উত্তর ২৪ পরগনার জেলার বিস্তীর্ণ অংশ। সন্দেশখালি, বনগাঁয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের উপর হামলা ও অশান্তির রেশ কাটেনি এখনও। রেশন দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছেন বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধান শংকর আঢ্য।

ইডির তল্লাশির পর থেকে পলাতক সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। যথেষ্ট আলোড়ন পড়েছে জেলার রাজনীতিতে। এসবের মাঝে জেলার তৃণমূল কোর কমিটি সোমবার বসছে বৈঠকে। যদিও এই বৈঠক পূর্বনির্ধারিত। তবে একাংশের ধারণা, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা প্রবল।

গত ২৮ ডিসেম্বর দেগঙ্গাতে আয়োজিত তৃণমূলের এক কর্মিসভায় এই কোর কমিটির ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। একটা সময় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নজর দিয়েই গোটা জেলাকে দেখতেন মমতা। কিন্তু সেই বালুই এখন ইডির হেফাজতে। বালুর অনুপস্থিতিতে তাই মমতা কোর কমিটির গঠন করে দিয়েছেন আগামী লোকসভা নির্বাচন পরিচালনা করতে। কিন্তু এখন সেই কমিটি ব্যস্ত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মেটাতেই।

কোর কমিটির তৃণমূলের এক সদস্যের দাবি, 'বারাকপুর সন্দেশখালি কিংবা বনগাঁতে যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, তার সঙ্গে এই বৈঠকের কোনও যোগাযোগ নেই। দিদি কোর কমিটি গঠন করে বলেছিলেন নিয়মিত বৈঠক করে তাঁর কাছে রিপোর্ট পাঠাতে হবে লোকসভা ভোটকে কেন্দ্র করে। সেই কারণেই এই কমিটির বৈঠকে বসছে।'

সোমবার তৃণমূলের মধ্যমগ্রামের দলীয় কার্যালয় এই বৈঠক। এই বৈঠকে যে স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসবে সন্দেশখালি, বনগাঁ এবং বারাকপুর প্রসঙ্গ, তা মেনে নেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ। কারণ, যে ভাবে একের পর এক ঘটনাক্রমে জড়িয়ে পড়ছেন তৃণমূল নেতারা, তাতে পরিস্থিতি আয়ত্তে এনেই লোকসভা ভোট পরিচালনা করতে হবে বলে মনে করছে একাংশ।

কারণ প্রসঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনা তৃণমূলের একাংশের মত, রাজ্যের সবচেয়ে বেশি লোকসভার আসন রয়েছে এই জেলায়। গত বার তার মধ্যে দু'টিতে জয় পেয়েছিল বিজেপি। সেই দু'টি আসন এ বার তৃণমূলের দখলে আনতে গেলে যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মিটিয়ে একযোগে কাজ করতে হবে।

কিন্তু পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তো বটেই, সন্দেশখালি ঘটনায় যে ভাবে ইডি আধিকারিকেরা আক্রান্ত হয়েছেন, তাতে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রেও দলকে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে বলে মনে করছে দলের একাংশ নেতৃত্ব।

কোর কমিটির চেয়ারম্যান নির্মল ঘোষ এই বৈঠকটি তলব করেছেন। তাই বৈঠক পরিচালনা থেকে সংবাদমাধ্যমে জানানো সব কিছু তার ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছেন কোর কমিটির সদস্যেরা।

আপাতত প্রথম বৈঠকে কী বিষয়ে আলোচনা হবে তা নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ তৃণমূলের কোনও নেতা। তবে বসিরহাট জেলা তৃণমূলের এক নেতার কথায়, "সংগঠন যেমন বালুদা নিজের হাতে করেছিলেন, তেমনি এই জেলার সংগঠনে বেনো জল ঢুকেছিল তাঁর আমলেই। এখন হয়তো আর তিনি নেই, কিন্তু তাঁর করে যাওয়া বিভিন্ন কাজের ফল দলকে ভুগতে হচ্ছে। কোর কমিটি বালুদার দেখানোর পথ ছেড়ে কী ভাবে নিজের পথে চলে লোকসভা ভোট পরিচালনা করতে পারে, আমরা সে দিকেই তাকিয়ে।"

প্রসঙ্গত, সন্দেশখালির শাহজাহান থেকে শুরু করে বনগাঁর শঙ্কর জেলার রাজনীতিতে এঁরা সবাই বালু অনুগামী বলে পরিচিত।

শুক্রবার সন্দেশখালিতে ইডির আধিকারিকেরা আক্রান্ত হওয়ার পর বেপাত্তা হয়ে গিয়েছেন তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। সেই রাতে গ্রেফতার হয়েছেন বনগাঁ পুরসভা প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্য। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো ব্যারাকপুরেও সংসদ সদস্য অর্জুন সিংহ বনাম বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের দ্বন্দ্ব প্রতি দিন বেড়েই চলেছে।

বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): যোগ্যশ্রী প্রকল্পের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জয়েন্ট, নিট থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের প্রকল্পই যোগ্যশ্রী।

সোমবার, থেকে রাজ্যে চালু হল এই নতুন প্রকল্প । দুঃস্থ এবং অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন 'যোগ্যশ্রী' প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । পাশাপাশি, করলেন স্মৃতিচারণাও। জানালেন, উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁকেও একসময় বিক্রি করতে হয়েছিল গলার হার ।

এদিন ধনধান্য স্টেডিয়ামে একটি বিশেষ প্রশাসনিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি ভাঙড় ডিভিশনেরও উদ্বোধন করেন। আর উদ্বোধন করেন 'যোগ্যশ্রী' প্রকল্পের। মমতা জানান, এবার থেকে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ বিভাগ চালু করল 'যোগ্যশ্রী' প্রকল্প। ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণ মিলবে এই প্রকল্পে। প্রতি বছর ১-৭ জানুয়ারি পালন হবে ছাত্র সপ্তাহ, ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। স্মৃতির শহরে ডুব দিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "টাকা ছিল না, গলায় মটর মালার হার বিক্রি করে কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম.." মুখ্যমন্ত্রী বলেন "তৃণমূল সরকার ইংরেজি মাধ্যম স্কুল চালু করেছে, রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজিতে পোক্ত করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ১ কোটি ১৫ লক্ষ ছেলেমেয়ে সবুজ সাথীর সাইকেল পেয়েছে। ৮৬ লক্ষেরও বেশি মেয়ে কন্যাশ্রী পাচ্ছেন। উৎকর্ষ বাংলা তৈরি করবে রাজ্য সরকার। স্কিলডট্রেনিং প্রোগ্রামে বাংলা এখন দেশের মধ্যে এক নম্বরে।"তিনি আরও বলেন, "অনেকে আমাদের শিক্ষা নিয়ে অবজ্ঞা করেন। বাংলা মিডিয়ামের ছেলেরা ভালো ইংরেজি বলতে না পারলে অবহেলা করা হয়। বাম আমলে ইংরেজি শিক্ষা তুলে দেওয়া হয়েছিল। আমরা চালু করেছি। আজকের ছাত্রছাত্রীদের কি প্রয়োজন? মেধার কি প্রয়োজন তা গড়ে তোলা হচ্ছে? অনেক জায়গায় ইংরেজি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ডব্লুবিসিএস অফিসাররা এক সময় ইংরেজি খসরা করতে যথাযথ পারতেন না বলে নানা অসুবিধার কথা বলত। এখন তাদের ব্রিটেনে পাঠানো হচ্ছে। তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে আসছেন।" কলকাতা পুলিশের দশম ডিভিশন হল ভাঙড়।" সোমবার থেকে কলকাতা পুলিশের অন্তর্ভুক্ত হল ভাঙড়। সেই অন্তর্ভুক্তিকরণেরও সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সন্দেশখালির ঘটনায় হাই কোর্টে বিজেপির দ্রুত শুনানির আর্জি

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে এ বার হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল বিজেপি। অর্থাৎ, রাজ্যে ইডির উপর হামলার ঘটনার জল গড়াল কলকাতা হাই কোর্টে। সন্দেশখালি এবং বনগাঁর ঘটনা উল্লেখ করে মামলা দায়েরের আবেদন করল বিজেপি। অনুমতি দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

সোমবার এই বিষয়ে বিজেপির তরফে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। চাওয়া হয় মামলা করার করার অনুমতি। আইনজীবী সুস্মিতা সাহা দত্ত দ্রুত শুনানি চেয়ে আবেদন করেন। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

বিজেপি শুক্রবারই এই ঘটনার সমালোচনা করেছিল। রবিবার দুপুরে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্তবাবু বিজেপির তরফে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি তুলে দেন রাজ্যপালের হাতে। চিঠির বিষয়বস্তু হিসাবে বিজেপি লেখে, "রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে উদ্বেগ।"

ভিতরে সে দিনের ঘটনার বিবরণ দিয়ে বিজেপি লেখে, "রাজ্যপালের কাছে অনুরোধ, তিনি যেন পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেন এবং এমন ব্যবস্থা নেন, যাতে তা বাস্তবে কাজে লাগে।"

করণপুরে বিজেপির পরাজয়, কংগ্রেসের রুপিন্দর সিং হারালেন মন্ত্রী সুরেন্দ্র পাল সিংকে

জয়পুর, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): রাজস্থানের করণপুর বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনে পরাজিত হল বিজেপি। কংগ্রেসের রুপিন্দর সিং হারিয়ে দিলেন মন্ত্রী সুরেন্দ্র পাল সিংকে। করণপুর আসনে পরাজিত হয়ে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ধাক্কা খেল, এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্থান বিধানসভায় কংগ্রেসের বিধায়ক সংখ্যা ৬৯ থেকে বেড়ে হল ৭০। যেখানে বিজেপি ১১৫টি বিধানসভা আসন জিতেছে।

কংগ্রেস প্রার্থী রুপিন্দর সিং কুনার বিজেপির সুরেন্দ্র পাল সিংকে ১২ হাজার ভোটে পরাজিত করেছেন। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এর একটি পোস্টে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট কুনারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি গেহলট বলেছেন, 'এই নির্বাচন বেশ কিছু বার্তা দিয়েছে, বিজেপির অহংকার এবং তাঁরা যেভাবে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়েছে। এটা বিজেপিকে জনগণের থাপ্পড় মারার মতো, লোকসভা নির্বাচনে এটি কাজে আসবে।' উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি করণপুর বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়।

গত ৯ বছরে জন ঔষধি কেন্দ্রের জন্য দরিদ্রদের প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): গত ৯ বছরে জন ঔষধি কেন্দ্রের জন্য সমগ্র দেশে দরিদ্রদের প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ।

সোমবার নতুন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্র হিসাবে পরিচালিত পিএসিএস (প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি) সম্পর্কিত জাতীয় মেগা কনক্লেভে অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

তিনি বলেন, দরিদ্র নাগরিকদের সুবিধার জন্য আগে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্র বেশিরভাগই শহরে অবস্থিত ছিল। কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, ১০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত ওষুধ সুবিধাভোগীদের সরবরাহ করা হলেও বেশিরভাগই শহরাঞ্চলে।

সমবায় মন্ত্রী বলেন, তবে পিএসিএস মাধ্যমে এখন গ্রামীণ এলাকার কৃষক ও দরিদ্ররা সাশ্রয়ী মূল্যে ওষুধ পেতে পারবেন।

ব্যাগিং মুক্তির চেষ্টায় টোল ফ্রি নম্বর ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): ব্যাগিং মুক্তির জন্য টোল ফ্রি নম্বর ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগ্যশ্রী প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সোমবার আলিপুরের এক সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।

সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাগিং নিয়ে একাধিকবার অস্বস্তির মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। বিশেষ করে গত আগস্ট মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা গোটা দেশের নজর কেড়ে নিয়েছিল কয়েকদিন আগেই। এর পরই সরকার ব্যাগিং-এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করে।

ব্যাগিং থেকে মুক্তির জন্য টোল ফ্রি নম্বর ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। নম্বরটি হল, ১৮০০-৩৪৫-৫৬৭৮। মঞ্চের ভাষণে দুবার এটি ঘোষণা করে তিনি নির্দেশ দেন নম্বরটি যাতে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভালভাবে সবার চোখে পড়ার মত করে লিখে রাখা হয়।

পাকিস্তানের বাজাউরে বিস্ফোরণে মৃত্যু ৫ পুলিশ কর্মীর, আহত কমপক্ষে ২৭ জন

ইসলামাবাদ, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বাজাউর জেলার মামুন্দ তহসিলে একটি পুলিশ ভ্যানের কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণে পাঁচ পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে এবং ২৭ জন আহত হয়েছেন। বাজাউর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,

"পুলিশের একটি ট্রাককে নিশানা করে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, এই বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ৫ পুলিশ কর্মীর ও ২৭ জন আহত হয়েছেন।

খার জেলা সদর হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ ওয়াজির খান সাফি বলেছেন, আহতদের মধ্যে ১২ জনকে হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে এবং আরও ১০ জন গুরুতর আহতকে পেশোয়ারের একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) সিনেটর শেরি রেহমান এই প্রাণঘাতী হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন।

'কাকু'র কণ্ঠস্বরের পর এ বার বালুর হস্তাক্ষর পরীক্ষা

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): তথ্যপ্রমাণ হাতে রাখতেই রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাতের লেখা পরীক্ষা করার তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

সে ক্ষেত্রে হয়তো ধৃত মন্ত্রীর অন্য কোনও লেখার সঙ্গে চিঠির লেখাটি মিলিয়ে দেখা হবে।

ইডির হাতে গ্রেফতারের পর এখন এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি জ্যোতিপ্রিয়। শনিবার ইডি দাবি করে, হাসপাতালে চিঠির মাধ্যমে জ্যোতিপ্রিয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সেই চিঠি তাদের হাতে এসেছে। বাংলা এবং ইংরেজি মিশিয়ে লেখা ছিল সেই চিঠি।

এসএসকেএম হাসপাতালে বসে চিঠি কি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকই লিখেছিলেন, না কি অন্য কেউ তাঁর হয়ে সেটা লিখে দেন? ইডি সূত্রে খবর, গত ১৯ ডিসেম্বর তাদের জেরায় জ্যোতিপ্রিয় (যিনি রাজনৈতিক মহলে বালু নামে সমধিক পরিচিত) চিঠি লেখার বিষয়টি স্বীকার করে নেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের একাংশের আশঙ্কা, পরে মত বদল করে চিঠি লেখার বিষয়টি অস্বীকার করতে পারে জ্যোতিপ্রিয়। তাই তথ্যপ্রমাণ হাতে রাখতে চায় ইডি।

ইডির আরও দাবি, চিঠিতে একাধিক জনের নাম উল্লেখ রয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাটি সূত্রে এ-ও দাবি করা হয় যে, কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে ১৬ ডিসেম্বর জ্যোতিপ্রিয়ের ঘর থেকে সিসি ক্যামেরা খোলা হচ্ছিল। সেই সময় ওই চিঠি মেয়েকে দিচ্ছিলেন জ্যোতিপ্রিয়।

ইডির আরও দাবি, বাবা-মেয়ের মধ্যে এই চিঠি বিনিময় হয়েছিল। সেই চিঠি ধরে ফেলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যেরা। হাসপাতালে জ্যোতিপ্রিয়ের নিরাপত্তায় বহাল ছিলেন সিআরপিএফ জওয়ানেরা। তাঁদের মাধ্যমেই ইডির হাতে চিঠিটি এসেছে বলে দাবি। ইডি আরও দাবি করেছে, ওই চিঠিতে 'বিস্ফোরক' তথ্য রয়েছে।

রাজ্যের পড়ুয়াদের সরকারি দফতরে শিক্ষানবিশ করার ঘোষণা মমতার

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): স্টুডেন্টস ইন্টার্নশিপ স্কিমের ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এর ফলে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে শিক্ষানবীশি করার সুযোগ পাবেন কলেজ বা ইউনিভার্সিটির পড়ুয়ারা।

তৃতীয়বার বাংলার মসনদে বসার পর তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানে জোর দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এবার সেই লক্ষ্যে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন তিনি। সোমবার 'স্টুডেন্টস উইক'-এর সমাপনী উদযাপন শীর্ষক অনুষ্ঠানে আলিপুরের একটি মিলনায়তনে উপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি শিক্ষানবীশি প্রকল্পের কথা বলেন। "প্রতি বছর স্টুডেন্টস উইক হবে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। এটা বাধ্যতামূলক হবে। এটা বদল হবে না। আমি প্রতিবার ৮ জানুয়ারি আসব সবার সামনে। প্রিন্সিপাল, সহ বাকিদের থেকে খোঁজ খবর নেব।"

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, "আমি চাই যৌবন থেকেই সরকারি কাজের প্রশিক্ষণ নিতে শিখুক তরুণ প্রজন্ম। এই বছর থেকে আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রীকে এক বছরের জন্য ইন্টার্নশিপ দেওয়া হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা পড়ছেন তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন।"

তিনি জানান, "যে সব শিক্ষানবীশি ভালো কাজ করবেন তাঁদের যোগ্যতার মাপকাঠি বিচার করে তাঁদের চাকরির পুনর্নবীকরণ করা যেতে পারে।" মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

শুধুমাত্র সরকার নয়, দেশেরও যাত্রা হয়ে উঠেছে বিকাশ ভারত সংকল্প যাত্রা : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): শুধুমাত্র সরকার নয়, দেশেরও যাত্রা হয়ে উঠেছে বিকাশ ভারত সংকল্প যাত্রা। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, 'সমাজের শেষ ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যাচ্ছে সরকার এবং তাঁকে প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত করছে। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা স্বপ্ন, সিদ্ধান্ত এবং বিশ্বাসের একটি যাত্রা হয়ে উঠেছে।' সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে বার্তালাপ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ৫০ দিন পূর্ণ করেছে। এত অল্প সময়ে এই যাত্রায় ১১ কোটি মানুষ যোগদান এমনিতেই নজিরবিহীন।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমরা দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে ছোটখাটো দৈনন্দিন প্রয়োজনের লড়াই থেকে বের করে আনতে চাই। তাই আমরা দরিদ্র, নারী, কৃষক ও যুবকদের ভবিষ্যতের দিকে নজর দিচ্ছি।' মোদী বলেছেন, 'এই যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় ১২ লক্ষ নতুন সুবিধাভোগী উজ্জ্বলা প্রকল্পের বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগের জন্য আবেদন করেছেন। কয়েকদিন আগে আমি অযোধ্যায় উজ্জ্বলার ১০ কোটি সুবিধাভোগী বোনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় ২ কোটিরও বেশি দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। একই সময়ে ১ কোটি মানুষের যক্ষ্মা রোগের পরীক্ষা করা হয়েছে। এরা সবাই গ্রাম, দরিদ্র, দলিত, অনগ্রসর ও উপজাতি সম্প্রদায়ের।'

চলতি বছরের মে থেকে জুনের মধ্যে কলকাতায় আসছেন বিশ্বকাপ জয়ী অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): চলতি বছরের মে থেকে জুনের মধ্যে আর এক বিশ্বকাপ জয়ী কিংবদন্তি ফুটবলার আর্জেন্টিনার অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া কলকাতায় আসছেন। কলকাতায় ডি মারিয়ার সঙ্গে আসছেন তাঁর ম্যানেজার। এর পাশাপাশি ডি মারিয়ার এক সাপোর্ট স্টাফকেও আনার চেষ্টা করছেন মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। শতদ্রু বলেছেন, "মে মাসের ২০ থেকে ৫ জুনের মধ্যে যে কোনও সময় ডি মারিয়াকে কলকাতায় নিয়ে আসব।'

কলকাতায় ডি মারিয়ার সূচি সম্পর্কেও শতদ্রু বলেছেন, "শিশির ফাউন্ডেশন অ্যাডভান্স ফুটবল সেন্টারের উদ্বোধন করবেন ডি মারিয়া।

এছাড়া মহিলা ফুটবল নিয়ে কিছু কাজ করতে চাই। তার জন্য ওর সঙ্গে কয়েকটি ক্লিনিক করানোর ইচ্ছা আছে। সেইজন্য মারিয়ার ম্যানেজার এবং একজন সাপোর্ট স্টাফকেও আনার পরিকল্পনা রয়েছে। কলকাতায় দুদিন থাকার পর মারিয়া বাংলাদেশ যাবেন দেড় দিনের জন্য।"

শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ভারতের, শুভেচ্ছা পেলেন চিন ও রাশিয়া থেকেও

ঢাকা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে ভারত। শুভেচ্ছা পেয়েছেন চিন ও রাশিয়া থেকেও। রবিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলে। পরে গণনা শেষে ফল ঘোষণা করা হয়। সোমবার সকালে গণভবনে শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশে দায়িত্বে থাকা ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় বর্মা।

একই দিন গণভবনে শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে অভিনন্দন বার্তা পৌঁছে দেন ঢাকায় নিযুক্ত চিনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনার সময় রাষ্ট্রদূত ওয়েন শেখ হাসিনাকে আশ্বাস দেন, বাংলাদেশের আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে চিন সর্বদা সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযোগী ও বাংলাদেশের নির্ভরযোগ্য বন্ধু হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

গত বছরের ৯ মার্চ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত মোট ১,৩৭৪ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার এবং ত্রিপুরায় এই সময়ের মধ্যে ১,৭৯৫টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে : বিধানসভায় তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: গত বছরের ৯ মার্চ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত মোট ১,৩৭৪ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার এবং ত্রিপুরায় এই সময়ের মধ্যে ১,৭৯৫টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অনুপস্থিতিতে সোমবার বিধানসভায় স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী টিংকু রায় এক বিবৃতিতে এই তথ্য তুলে ধরেছেন।

আজ ত্রয়োদশ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ মানিক সাহার অনুপস্থিতিতে মন্ত্রিসভার সদস্য টিঙ্কু রায় সিপিআইএম বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরীর প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জানিয়েছেন, ২০২১-২২ অর্থবছরে অপরাধের সংখ্যা রেকর্ড করা হয়েছিল। তবে, গত বছরের ৯ মার্চ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত রেকর্ডকৃত অপরাধের সংখ্যার তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল।

পুলিশ রাজ্য জুড়ে মোট ১,৭৯৫টি মামলা নথিভুক্ত করেছে। ঘটনার মধ্যে রয়েছে- খুন, অস্বাভাবিক মৃত্যু, গণধর্ষণ, ধর্ষণ, গৃহবধূ হত্যা, গার্হস্থ্য সহিংসতা, অপহরণ, ডাকাতি, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, মাদকদ্রব্য চোরাচালান ইত্যাদি।

গ্রেফতার ও মামলা দায়েরের পরিসংখ্যান উল্লেখ করে মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, সমস্ত মহকুমা জুড়ে ৮১টি খুনের মামলায় ১২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৯৪৮টি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিবন্ধন করা হয়েছে। গণধর্ষণের ১০টি মামলায় ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য ১০১টি ধর্ষণের মামলায় ১১৪জনকে আটক করা হয়েছে। গৃহবধূ হত্যা বা পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগে নথিভুক্ত ১৬টি মামলায় ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপহরণের অভিযোগে ৯৫টি মামলায় ৮০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১টি ডাকাতি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে ১০ জনকে। ৫টি ছিনতাই মামলায় ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গুন্ডামি বা দস্যুতার ৩টি মামলায় গ্রেফতার ৪। অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের অভিযোগে ১ জনকে গ্রেফতার ও ২৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য চোরাচালানের অভিযোগে ৫১০টি মামলায় ৯৭৮ জনকে আটক করা হয়েছে।

পায়ে হেঁটে সাব্রুম থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন মাধাই দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ জানুয়ারি।। রাম মন্দিরের উদ্ভোধনকে কেন্দ্র করে পায়ে হেঁটে সাব্রুম থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন এক ব্যাক্তি। আগামী ২২ শে জানুয়ারী অযোধ্যায় রামমন্দিরের শুভ উদ্ভোধন করা হবে। রামমন্দিরের উদ্ভোধনকে কেন্দ্র করে সারা দেশ ব্যাপী প্রস্তুতি তুঙ্গে। ওই দিনকে স্মরনীয় করে রাখতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গৃহীত হচ্ছে নানান কর্মসূচি।

নিজের মত করে এই বিশেষ দিনকে উদযাপন করছেন উদয়পুর বেলতলীর বাসিন্দা মাধাই দত্ত। তিনি রাম মন্দিরের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে পেয়ে হেঁটে রাজ্যের এক কোণ থেকে অন্য কোনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সোমবার মাধাই দত্তকে শান্তির বাজার মহকুমার মনপাথর বাজারে দেখা গেছে। মাধাই দত্তের নিকট উনার এই পদযাত্রা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান, আগামী ২২ শে জানুয়ারী রাম মন্দির উদ্ভাধন হবে। তাই তিনি সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত পদযাত্রা করার সিদ্ধান্ত হাতে নিয়েছেন। তিনি জানান সাব্রুম থানা থেকে উনার পদযাত্রা শুরু করেছেন। আজকে এই পদযাত্রা মনপাথর বাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে। জয় সীয়ারাম, জয় জওয়ান জয় কিষান শ্লোগানকে সামনে রেখে উনার এই পদযাত্রা বলেও জানিয়েছেন তিনি। এই পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে মাধাই দত্তের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় এদিন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রতন নাথ

● প্রথম পাতার পর

স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। এই দলগুলির সঙ্গে যুক্ত ৮৩ হাজার মহিলা লাখপতি দিদি রয়েছেন। এটা হলো ঘরে ঘরে রোজগারের উদাহরণ। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বেকারত্বের হার হ্রাস, কৃষি, স্বাস্থ্য, পানীয়জলের সুযোগ সম্প্রসারণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, রেগার মজুরি বৃদ্ধির কথা তুলে ধরেন। আজ বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনায় অংশ নেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা ও বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী।

আনা হয়েছে

● প্রথম পাতার পর

জরিমানার পাশাপাশি হাজতবাসের সাজা সইতে হবে তাঁদের। তাই, কেন্দ্রের এই নয়া আইনকে তাঁরা কালা কানুন বলে দেশব্যাপী প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁদের জোরালো দাবি, ওই আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। এ-বিষয়ে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সকলকেই অভয় দিয়ে বলেন, জনসাধারণের সুরক্ষা কবচ হিসেবে ভারতীয় আইনে পরিবর্তন আনা হয়েছে। ব্রিটিশ আমলের আইন এতকাল ধরে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালি বানাতে অন্তরায় ছিল। হাজারো পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিভিন্ন রাজ্যের মতামত, বিশিষ্টজন, আইন বিশেষজ্ঞ, সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সকল সাংসদদের মতামতের ভিত্তিতে ভারতীয় আইনে পরিবর্তন এনেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। আইনের পক্ষে তাঁর বক্তব্য, ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে অনেক মামলায় কাউকে গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করা হয়েছে। কিন্তু, মামলা হিট এন্ড রানের হয়েছে। ফলে অপরাধীর সাজা হয়নি। তেমনি, সংগঠিত অপরাধের বিচারের জন্য কোন আইন ছিল না। ফলে, ওই ধরনের অপরাধ করে অপরাধীরা সহজেই পার পেয়ে যেতেন। একইভাবে গণধোলাই বা মব লিনচিঙ্গ-এর ঘটনায় বিচারের ক্ষেত্রে কোন ধারা লাগানো যেত না। কারণ ব্রিটিশ আমল থেকে চলমান ভারতীয় আইন ব্যবস্থায় ওই ধরনের অপরাধের সঠিক বিচারের উপায় ছিল না। ফলে, জনসাধারণ ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হতেন। বিপ্লব দেবের কথায়, পরিবর্তিত ভারতীয় আইনে সমস্ত অপরাধের বিচারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে, তদন্ত সাপেক্ষে সঠিক ন্যায় বিচার হবে। তাঁর দাবি, সারা দেশে চন্ডিগড়ে প্রথম ডিজিটাল আইন পদ্ধতি চালু হবে। সারা বিশ্বের মধ্যে ভারত প্রথম দেশ হিসেবে ওই পদ্ধতি চালু করতে চলেছে। তাতে, মামলা রুজু হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যবস্থা নিতে হবে। সমস্ত কিছুর ভিডিও রেকর্ডিং হবে, যা আদালতেও একই সাথে জমা পরে যাবে। তিনি বলেন, ওই আইন প্রণয়নের কমিটির সদস্য থাকতে পেরে নিজেকে গর্বিত বোধ করছি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অনিমেষ

● প্রথম পাতার পর

তিপ্রা মথা দলের বরিষ্ঠ নেতা আরও বলেন, প্রতি বছর মূলধন এবং সুদ উভয় সহ ঋণ পরিশোধের জন্য ২৩৬৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। "রাজ্যের বাজেট বরাদ্দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এমন কোথায় যাচ্ছে যার কোনো দৃশ্যমান প্রভাব নেই। আমাদের এটা নিয়ে ভাবতে হবে," তিনি যোগ করেন।দিনের কার্যধারার দ্বিতীয়ার্ধে বিধানসভা অধিবেশনে যোগদান করে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী দেববর্মা বলেন, "গ্রাম কমিটির নির্বাচন অজানা কারণে পরিচালিত হচ্ছে না। জেলা পরিষদের উপনির্বাচনও বাকি রয়েছে। যখন রাজ্যে সমস্ত নির্বাচন পরিচালিত হচ্ছে তখন সরকার বা রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে এডিসিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে কী বাধা দিচ্ছে তা এখনও একটি রহস্য" স্কুলগুলিতে 'শিক্ষকের অভাব' নিয়ে সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'এসটিজিটি প্রার্থীরা যারা অনেক আগে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল তারা অনিশ্চয়তায় ভরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে। গত বিধানসভা অধিবেশনে, শিক্ষা বিভাগ তথ্য দিয়েছে যে শিক্ষকের পদের জন্য মাত্র ১২০০ টি পদ খালি রয়েছে। তবে আরটিআই প্রশ্নে জানা গেছে যে স্কুল শিক্ষা বিভাগে স্নাতক শিক্ষকদের প্রায় ৫০০০ পদ শূন্য রয়েছে। যদি উভয় তথ্যই সঠিক হয় তবে দপ্তরকে স্পস্টিকরন দিতে হবে যে কোন তথ্যটি বিশ্বাসযোগ্য"। প্রবীণ টিএমপি বিধায়ক রাজ্যপালের ভাষণে আঠারোটির মতো সংশোধনীর প্রস্তাব করেছেন এদিন।

মোদীর

● প্রথম পাতার পর

অপরিবর্তনীয় অংশীদারত্বের সকল ক্ষেত্রে গভীরতর হতে থাকবে। তিনি দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিশ্বস্ত উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ভারত বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃদ্ধিতে সমর্থন অব্যাহত রাখবে। পত্রটিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি বাংলাদেশের জনগণকে তাদের অব্যাহত অগ্রগতি, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

গবাদি চুরি

● প্রথম পাতার পর

গৃহস্থের বাড়ি থেকে এই গবাদি পশুগুলিকে রাতের আঁধারে চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। একই রাতে ১০ টি গবাদি পশু চুরির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।গৃহস্থরা জানিয়েছেন, গতকাল রাতে গবাদি পশুগুলিকে সঠিক জায়গায় রেখে তারা ঘুমাতে যান। সকালে উঠে দেখতে পেয়েছেন গবাদিপশুগুলি যথাস্থানে নেই। বহু খোঁজাখুঁজির পরেও গরুগুলিকে না পেয়ে তারা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। এই গবাদি পশু লালনপালন করেই তারা তাদের পরিবার প্রতিপালন করেন। তাই এই গবাদি পশুগুলিকে যেন পুলিশ উদ্ধার করে তার দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা। এই চুরির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে।

কপিল

● প্রথম পাতার পর

সুবিধাভোগীদের আবাস নির্মাণ করে দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, শৌচালয় ইত্যাদি মৌলিক পরিষেবাও সুনিশ্চিত করছে। তাছাড়া রাজ্য সরকারের 'আমার সরকার' পোর্টালের কাজের প্রশংসা করে তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকায় ঘরে ঘরে গিয়ে সমস্যা সমাধানের এবং পোর্টালে কাজের তথ্য প্রকাশ করার যে উদ্যোগ তা খুবই অভিনব। এতে ভাল কাজ করার জন্য গ্রাম বা ব্লকগুলির মধ্যে যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরী হচ্ছে তারও তিনি প্রশংসা করেন। তাছাড়া তিনি শিশুদের উপযোগী গ্রাম বানানোর জন্য 'বাল সভা' করার উদ্যোগ এবং পঞ্চায়েতগুলিতে ১০০ শতাংশ ইউপিআই-এর মাধ্যমে পেমেন্ট প্রদানের বিষয়েরও তিনি প্রশংসা করেন।সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রেস নোটে জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মক থেকে ত্রিপুরার জন্য ৪.১২ লক্ষ ঘর মঞ্জর হয়েছে। তার মধ্যে ইতিমধ্যে ৩.১৫ লক্ষ ঘর নির্মাণ শেষ হয়েছে। এই প্রকল্পের শুরু থেকে রাজ্যে এবাবদ ৪,৫২৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। তার মধ্যে গত ১৮ মাসে খরচ হয়েছে ২,৭৮১ কোটি টাকা। টিআরএলএম এর মাধ্যমে মোট ৫১,৪১২টি স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ৪,৬৬,৮৭৯ জন মহিলা। তাছাড়াও ২, ১৩১ ভিলেজ অর্গানাইজেশন এবং ১০৮টি ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন গঠন করা হয়েছে। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের গ্রান্টস হিসেবে ২০২০-২১ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এখন পর্যন্ত অ্যাসপিরেশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট হিসেবে ধলাই জেলাকে ৭১৭৭.৪৭০২২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

শুভেচ্ছা

● প্রথম পাতার পর

পক্ষ থেকেও সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ রাজ্যমন্ত্রীসভার সকল সদস্যরাই মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

স্মৃতিচারণ

● প্রথম পাতার পর

কর্ম জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে স্মৃতিচারণ করেন। তিনি প্রয়াতদের পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। সবশেষে বিধানসভার সদস্য-সদস্যাগণ দুই মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে প্রয়াতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

রেল

● আটের পাতার পর

একটি মালবাহী খালি ট্রেন রওয়ানা হয়ে রাত একটা নাগাদ আচমকাই ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেয়। এতে পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্র হালাম পাড়া স্থিত ডলুবাড়ি এলাকায় ট্রেনটি আটকে পড়ে। এদিকে মাঝপথে ট্রেন আটকে যাওয়াতে ধর্মনগর ও কুমারঘাটে আটকে পরেছে বহু যাত্রী। ধর্মনগর স্টেশনে আটকে আছে হামসফর এক্সপ্রেস সহ ধর্মনগর আগরতলা পেসেঞ্জার ট্রেন। অপরদিকে কুমারঘাটে আটকে পরেছে জনশতাব্দী এক্সপ্রেস সহ আগরতলা শিলচর গামী পেসেঞ্জার ট্রেন। আরও জানা গিয়েছে, কাল থেকেই ইঞ্জিন সচল করার কাজ চলছে।

পুরনো দু'টি চার্জশিটকে চ্যালেঞ্জ করে শাহজাহানের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আর্জি

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): ২০১৯ সালে তিন বিজেপি কর্মীকে খুনের অভিযোগের ঘটনায় সিবিআই ও এনআইএ তদন্তের আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন পরিবারের লোকেরা। ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান, এতে ফ্যাসাদে পড়তে পারেন শেখ শাহজাহান।

২০১৯ সালে সন্দেশখালিতে তিন বিজেপি কর্মীকে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় অভিযোগ উঠেছিল শাহজাহানের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই ঘটনায় পুলিশের চার্জশিটে শাহজাহান শেখ-সহ বাকিদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে সিআইডি যে মামলার তদন্ত করছিল, সেখানে চার্জশিটে নাম থাকলেও পরে শাহজাহান জামিন পেয়ে যান। এই দু'টি চার্জশিটকে চ্যালেঞ্জ করে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ মৃত বিজেপি কর্মীদের পরিবার।

২০১৯ সালের লোকসভা ভোট থেকেই বঙ্গ রাজনীতিতে নিজেদের ক্ষমতা বাড়াতে শুরু করেছিল বিজেপি। উল্কাগতিতে উঠে এসেছিল বঙ্গ বিজেপি। ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৮টিতে জয় ছিনিয়ে এনেছিল। আর ঠিক সেই সময়েই সন্দেশখালিতে তিন বিজেপি কর্মীকে খুন করা বলে অভিযোগ। সেই মামলায় মূল অভিযোগ ছিল এই শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে। পুলিশ প্রথমে চার্জশিটে তাঁর নামই রাখেনি। পরে সিআইডি চার্জশিটে নাম রাখলেও, জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন শাহজাহান শেখ। এবার পাঁচ বছরের পুরনো সেই অভিযোগ ঘিরে নতুন করে ফ্যাসাদে শাহজাহান।বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই সুর চড়িয়েছেন শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে। বলেছেন, "এই জঙ্গি, জেহাদি, রাষ্ট্রবিরোধী শাহজাহান শেখ শুধুমাত্র রেশন কেলেঙ্কারিতেই অভিযুক্ত নয়, তিন তিনটে লোকের দেহ লোপাট করা হয়েছে। দু'টি মামলা থেকে মমতার পুলিশের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে চার্জশিট মুক্ত হয়েছে। এই মামলা সিবিআই-এনআইকে-এর হাতে যাতে হস্তান্তর করা হয়, সেই আবেদন নিয়ে তাঁরা (পরিবারের লোকেরা) মামলা করলেন।'

বাংলাদেশে সংঘাতবিহীন সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে, বিদেশি পর্যবেক্ষকরা

কিশোর সরকার

ঢাকা, ৮ জানুয়ারি (হি.স): বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য ও আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে বলে জানিয়েছেন ১১ দেশের ১৩ পর্যবেক্ষক। তারা জানান, ভোটাররা বাধাহীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন।

সোমবার (৮ জানুয়ারি) দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন ২১ জন বিদেশি পর্যবেক্ষক। জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে এমন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জাপান, থাইল্যান্ড, ইরাক, ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও মালদ্বীপের পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আন্তর্জাতিক মহলে গ্রহণযোগ্য হবে কি না, তা নিয়ে ছিল নানা প্রশ্ন। আর দ্বাদশ নির্বাচনী পরিবেশ পর্যবেক্ষণে ১১ দেশের ১২৭ জন বিদেশিকে অনুমতি দেয় নির্বাচন কমিশন। ৭ জানুয়ারি দিনভর তারা ঘুরেছেন বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায়ও জানিয়েছিলেন নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে। সোমবার দুভাগে বিভক্ত হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন বিদেশি পর্যবেক্ষকরা। নির্বাচন প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক মানের, অবাধ ও স্বচ্ছতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানান তারা।

তারা জানান, ৪১টি কেন্দ্র পরিদর্শনে কোথাও ভোটারদের কোনওভাবে প্রভাবিত করা হয়নি। সংঘাতবিহীন সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে জানিয়ে তারা উৎসাহিত এবং অভিভূত বলেও মন্তব্য করেন।

সাউথ এশিয়া ডেমোক্রেটিক ফোরামের নির্বাহী পরিচালক পাওলো কাসাকা বলেন, 'নির্বাচনের দিন আমরা সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টায় ভোটগ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেছি। আমরা ঢাকা সিটির ৩০টির বেশি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করে সন্তোষজনক ভোটার উপস্থিতি লক্ষ করেছি। অনেক নারীকে দেখেছি তারা স্বাধীনভাবে তাদের ভোট দিয়ে গেছেন।'

পাওলো কাসাকা বলেন, 'অন্তত ২৫টি ভোট কেন্দ্রে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। এসব কেন্দ্রে বিকাল ৩টা পর্যন্ত ১১ থেকে ৬৯ শতাংশ ভোট গ্রহণ হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'নির্বাচনের দিন আমরা অনেক ভোটারের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে কোনও ধরনের বাধার মুখে পড়েননি। এছাড়া কোনও ভোটারকে বা ভোট কেন্দ্রে কোনও ধরনের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটেনি।'

নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়েছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে পর্যবেক্ষক টিমের সদস্য ও কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর বলেন, এটা বাংলাদেশের জনগণ, দেশের এতগুলো গণমাধ্যম আছে তারা যথেষ্ট সজাগ। তাদের প্রতিবেদনে বোঝা যাবে। গণমাধ্যমগুলো মাঠপর্যায়ে অনেক বেশি কাজ করছে। অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য কি না এটা রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, জনগণ ও বাংলাদেশের গণমাধ্যম বলবে। এটা নিয়ে আমাদের বক্তব্য দেওয়ার বিষয় নয়। আমরা নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে এখানে এসেছি।

তিনি বলেন, নির্বাচন মানুষের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, এটাই শেষ কথা। আমরা মনে করি বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের আসার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে সারা পৃথিবী পর্যবেক্ষক ও বিদেশি গণমাধ্যমের মাধ্যমে একটা বার্তা পেয়েছে, তারা কি দেখেছে? পর্যবেক্ষকরা আইন ও বিধি অনুসারে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেছে।

সন্দেশখালি নিয়ে মমতা মৌন, উৎকর্ষতার দাবি পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলার

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): সন্দেশখালি নিয়ে মৌনতাই বজায় রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবর্তে দাবি করলেন পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলার উৎকর্ষতার।

শুক্রবার থেকেই সন্দেশখালির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। এই সন্দেশখালিকে নিয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে শাসক এবং বিরোধীরা। এমনকি ঘটনার গুরুত্ব বুঝে এই নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রতিক্রিয়া দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে একটি কথাও বলেননি।

এই অবস্থায় সোমবার যখন ধনধান্য স্টেডিয়ামে 'স্টুডেন্টস উইক'-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেন, তখন অনেকেই মনে করেছিলেন যে, তিনি সন্দেশখালি নিয়ে কিছু বলবেন। তিনি শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, তিনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। সন্দেশখালির মতো একটা জায়গায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসারেরা গ্রামবাসীদের একাংশের দ্বারা আক্রান্ত হলেন। সে ক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কী বলেন তা শোনার জন্য মুখিয়ে ছিল গোটা রাজ্য। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আইনশৃঙ্খলা নিয়ে মুখ খুললেও সরাসরি সন্দেশখালি প্রসঙ্গে ঢুকলেন না।

এ দিন ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেকে তো আইনশৃঙ্খলা নিয়ে অনেক অকথা-কুকথা বলেন। অপপ্রচার, কুৎসা করেন। আমাকে দশটা গালি দিন, আমার গায়ে লাগবে না। কারণ গালাগালি খেতে খেতে আমি ছোটবেলা থেকেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। কিন্তু বাংলাকে গালাগালি দিলে আমার আপত্তি আছে। বাংলাকে কেউ যদি ছোট দেখান আমাকে গালাগালি দেওয়ার নাম করে, সেখানে আমার আপত্তি থাকে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনারা জানেন ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীরামপুর থানা, সবচেয়ে ভাল থানা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। তাহলে আইনশৃঙ্খলা যদি ভালো না হয়, এই জায়গাটা হবে কী করে, কলকাতা দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুরক্ষিত শহর হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।' মমতার প্রশ্ন, 'এটা তাহলে কী করে হল ?'

এ দিন মুখ্যমন্ত্রী এ সব বললেও সরাসরি সন্দেশখালি নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি তিনি। বরং রাজনৈতিক মহলের একাংশের অনুমান, আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বিরোধীদের এই কটাক্ষের পেছনেই পরোক্ষে সমর্থন রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্দেশখালি নিয়ে জবাব।

প্রসঙ্গত, এ দিন এই অনুষ্ঠানেই মমতা জানিয়েছেন, এ দিন কলকাতা পুলিশের নিয়ন্ত্রণে থাকা ভাঙড়ের পোলেরহাট, উত্তর কাশিপুর, চন্দনেশ্বর এবং ভাঙড় থানার নতুন ভবন উদ্বোধন হল। শুধু ভাঙড়ে পুলিশের নতুন ভবন নয়, ট্রাফিক গার্ডের নতুন অফিসও উদ্বোধন হল এ দিন।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভাঙড় হল কলকাতা পুলিশের দশম ডিভিশন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের ডিজি রাজীব কুমারের উদ্দেশে এ দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, খেয়াদা ১ এবং খেয়াদা ২ - এই দুটি অঞ্চলকেও ভাঙ্গড়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাঁর সরকারের আমলে ছ"টা পুলিশ কমিশনারেট, ১৪ টা পুলিশ জেলা তৈরি করা হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ন"টি ব্যাটেলিয়ান, ৪৩ টি মহিলা থানা, ১৪৩ টি নতুন থানা এবং আটটি উপকূল থানাও তৈরি করা হয়েছে। ৩৫ টি সাইবার থানা, ১৯ টা হিউম্যান রাইটস কোর্টও তৈরি হয়েছে।"

ময়নার সমবায় ভোটে একটি আসনেও প্রার্থী দিতে পারল না বিজেপি, বামেরা

পূর্ব মেদিনীপুর, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলা। তার উপর বিধানসভা কেন্দ্রটিও বিজেপির দখলে। পূর্ব মেদিনীপুরের সেই ময়নার ওই সমবায় ভোটে একটি আসনেও প্রার্থী দিতে পারল না প্রধান বিরোধী দল বিজেপি! প্রার্থী দিতে পারেনি বামেরাও। তার ফলে সমবায়ের সব ক'টি, অর্থাৎ ৪২টি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেলেন শাসকদল তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা।

পূর্ব-দক্ষিণ ময়না জনসেবা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে অংশ নেন পূর্ব-দক্ষিণ ময়না, নোনাকুড়ি, শ্যামগঞ্জ, পূর্ব দোবান্ধি ও পাটনা গ্রামের ভোটারেরা। ভোটদাতার সংখ্যা ১০২৩ জন। সমবায় সূত্রে খবর, সেখানে লেনদেনের পরিমাণ প্রায় সাত কোটি টাকা।

এ হেন 'এ' ক্যাটেগরির ভোটে মনোনয়ন জমা নেওয়া শুরু হয়েছিল শনিবার। রবিবার ছিল শেষ দিন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও বাম এবং বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেননি।

২০১৮ সালেও এই সমবায়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছিল তৃণমূল। ঘটনাচক্রে, এই ময়না বিধানসভা কেন্দ্রটি গত ভোটে শাসকদলের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল বিজেপি। ১২৬০ ভোটে তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়েছিলেন বিজেপির অশোক ডিন্ডা। তার পরেও বিজেপি এই সমবায়ে প্রার্থী দিতে না পারায় তাদের সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে কটাক্ষ করতে শুরু করেছে শাসকদলের নেতারা।

তৃণমূলের ময়না-২ অঞ্চল সভাপতি সুশান্ত ভৌমিক বলেন, "আগামী ২২ জানুয়ারি সমিতির সভাগৃহে ভোট হওয়ার কথা ছিল। শনি এবং রবিবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য দু'দিন ধার্য ছিল। কিন্তু বিরোধীরা কোনও আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি। আমরা ৪২টি আসনের সব ক'টিতে প্রার্থী দিয়েছি।

আরক্ষা দপ্তরে শূণ্যপদ ৬৮৯১

● প্রথম পাতার পর

আরক্ষা দপ্তরেও শূন্য পদ পূরণে প্রক্রিয়া জারি আছে। সাথে তিনি যোগ করেন, কবে নাগাদ ওই শূন্যপদ পূরণ হবে তা নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়।

আরক্ষা দফতরে শূন্যপদ নিয়ে বিধানসভায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিপিএম বিধায়ক নারায়ণ সরকার অতিরিক্ত প্রশ্নে তুলে দাবি করেন, রাজ্যের নিরাপত্তা আরক্ষা দফতরের হাতে ন্যস্ত রয়েছে। রাজ্যে দুইটি আইআর ব্যাটেলিয়ানের অনুমোদন মিলেছে। তাতে নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু, অন্যান্য শূন্যপদে নিয়োগে সমস্যা থাকার কথা নয়। তাই তিনি শূন্যপদ পূরণে নির্দিষ্ট তারিখ জানানোর দাবি পেশ করেন।

সাথে কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায় প্রশ্ন তুলেন, শূন্যপদ এক বছরের বেশি সময় রাখা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ১ বছরের মধ্যে ওই সমস্ত শূন্যপদ পূরণ আদৌ সম্ভব হবে কি? জবাবে মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় বলেন, প্রক্রিয়া জারি রয়েছে।

অভিযান ১২ই

● প্রথম পাতার পর

এছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বিজেপি -র বিরুদ্ধে পার্লামেন্ট অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান সন্দীপন দেব। এদিন মিছিল সংঘটিত করে আগরতলা শহরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টারিং করা হয়।

অভিনন্দন

● প্রথম পাতার পর

জন্য বিধানসভার পক্ষ থেকে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এই সামিটে অংশগ্রহনকারী বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক এবং প্রতিনিধিদেরও আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়েছে। এই সম্মেলনকে সর্বাত্মকভাবে সফল করে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়েছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন অভিনন্দন বার্তা দুটি পড়ে শুনিয়েছেন।

াঙ্গন

রঞ্জি : বোলারদের দাপটে গোয়া জয় দিয়ে মরশুম শুরু, ম্যাচের সেরা শ্রীদাম

ত্রিপুরা-৪৮৪ ও ১৫১/৫ গোয়া- ১৩৫ ও ২৬৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। দুরন্ত জয় ত্রিপুরা। ঘরের মাঠে মরশুমের প্রথম ম্যাচে অনেকটা অনায়াসেই পরাজিত করলো গোয়াকে। রণজি ট্রফি ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা জয়লাভ করে ২৫৬ রানে। তৃতীয় দিনের শেষেই ত্রিপুরার জয় অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। দেখার ছিলো শেষ দিনে কতটা লড়াই ছুড়ে দিতে পারেন সফররত দলের ক্রিকেটাররা। উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান সিদ্ধার্থ কে ভি-র দুরন্ত শতরানে কিছুটা লড়াই করলেও তা প্রযোজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিলো না। ত্রিপুরার প্রথম ইনিংসে গড়া ৪৮৪ রানের জবাবে গোয়া মাত্র ১৩৫ রান করতে সক্ষম হয়। ৩৪৯ রানে এগিয়ে ত্রিপুরা দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৫১ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষনা করে। ৫০১ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে গোয়া মাত্র ২৬২ রান করতে সক্ষম হয়। তৃতীয় দিনের ৩ উইকেটে ৪৮ রান নিয়ে খেলতে নেমে সোমবার দিনের শুরু থেকেই সফররত দলের উপর সাড়াশি আক্রমণ করেন ত্রিপুরার বোলাররা। আর তাতে ক্রমাগত উইকেট হারাতে থাকে গোয়া। ৩ নম্বরে ব্যাট করতে নামা সিদ্ধার্থ যদি কড়া প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে গোয়ার ইনিংস আরও আগেই গুটিয়ে যেতো। ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করে সিদ্ধার্থ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন পরাজয় এড়াতে। সিদ্ধার্থ ২৫৮ বল খেলে ২৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫১ রান করেন। চাপের মুখে কার্যত একাই লড়াই করেন সিদ্ধার্থ। এছাড়া দলের পক্ষে লক্ষয় এ গার্গ ৭০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, দলনায়ক দর্শন মিশাল ৮২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩, দীপরাজ গোয়েঙ্কার ৩০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং অর্জুন তেন্ডুলকর ৩৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। গোয়া ৯৭.২ ওভার ব্যাট করে ২৬৩ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরার পক্ষে রাণা দত্ত ৪৫ রানে, মণিশঙ্কর মুড়াসিং ৬৪ রানে ৩ টি এবং অভিজিৎ সরকার ৪২ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। ত্রিপুরার অধিনায়ক ঋদ্ধিমান সাহা এদিন ৯ জন বোলারকে ব্যবহার করেছেন। ম্যাতের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন ত্রিপুরার শ্রীদাম পাল। ম্যাচে জয় পেয়ে ত্রিপুরা পেলো ৬ পয়েন্ট। ১২-১৫ জানুয়ারি ত্রিপুরা দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। এম বি বি স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচটি।

মডার্ন ক্লাবে হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। মডার্ন ক্লাবের উদ্যোগে বেশ কিছু ক্রীড়া কর্মসূচি আয়োজিত হতে যাচ্ছে। নাগেরজলা, ভট্টপুকুরস্থিত মডার্ন ক্লাবের হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বেশ কিছু ক্রীড়া কর্মসূচির পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আয়োজন হবে ১২ দিনব্যাপী সার্বিক অনুষ্ঠানে। আজ দুপুরে ক্লাব গৃহে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সার্বিক কর্মসূচি বিস্তারিত তুলে ধরেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির পাশাপাশি বিবাহ নিবন্ধীকরণ ও আধার কার্ডের সংশোধনের ব্যবস্থাপনারও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২৫ জানুয়ারি সকাল ছয়টায় পুরুষ ও মহিলা বিভাগে ক্রস কান্ট্রি দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে ২৪ জানুয়ারি হীরক জয়ন্তী উদযাপনের সূচনা হবে এবং ক্লাবের স্মরণিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। ২৬ জানুয়ারি সকাল দশটায় অনুষ্ঠিত হবে দাবা প্রতিযোগিতা। বেলা এগারোটায় সব গ্রুপের ছেলেমেয়েদের যোগা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২৮ জানুয়ারি দুপুর একটায় ক্যারাম প্রতিযোগিতার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। ২রা ফেব্রুয়ারি দুপুরের পর থেকে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ৩ ফেব্রুয়ারি হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সার্বিক কর্মসূচি অনুযায়ী ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের বিস্তারিত জানার জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আহ্বান করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনের সভাপতি সজল চক্রবর্তী, সম্ভবত সঞ্জিত নাহা সহ হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন কমিটির কনভেনার উপস্থিত ছিলেন।

কমল কাপ ক্রিকেটে ইয়ং ব্লাড, ড্রাগন রাইডার্স জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। কমল কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের খেলা এখন জমজমাট পর্যায়ে। শহর দক্ষিণের আমতলিতে আয়োজিত কমল কাপ প্রাইজমানি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ৮ম দিনে আজও দুই বেলায় দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ন'টায় প্রথম খেলায় ইয়ং ব্লাড জয়ী হয়েছে। হারিয়েছে এন এন জে এস টিমকে। বেলা একটায় দ্বিতীয় ম্যাচে তেলিয়ামুড়ার ড্রাগন রাইডার্স ১৪৮ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। হারিয়েছে পাথাইরাদুয়ার প্লে সেন্টারকে। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ড্রাগন রাইডার্স নির্ধারিত ২০ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ২৭১ রান সংগ্রহ করলে জবাবে পাথরিয়া দুয়ার প্লে সেন্টার ১২৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে তুষার ম্যাচের সেরার স্বীকৃতি পেয়েছে। দিনের খেলা সকাল ৯ টায় রেনবো ওয়ারিয়র্স বনাম উই আর বেস্ট একাদশ। বেলা একটায় রেন্টার্স রাইডার্স বনাম নিউ দাস স্পোর্টস।

সদর অনূর্ধ-১৫ : জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু ক্রিকেট অনুরাগীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। জয় দিয়ে অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে অভিযান শুরু করলো ক্রিকেট অনুরাগী দল। সোমবার নেপকো মাঠে টিসিএ পরিচালিত এই আসরে ক্রিকেট অনুরাগী শিবির ১৩৬ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো জুটমিল কোচিং সেন্টারকে। টস জিতে ক্রিকেট অনুরাগী দল প্রথমে ব্যাট করার সিধান্ত নেয়। সুযোগটাকে কাজে লাগায় দলের কয়েকজন ব্যাটসম্যান। ৩৭ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ক্রিকেট অনুরাগীর স্কোর দাঁড়ায় ২১২ রানে। ব্যাটে অনুরাগীর হয়ে অয়ন রায় ৭১, সৃজন দেব ৫৭, সতদীপ ঘোষ ২৬, বিজয় যাদব ১৩ রান করে। অতিরিক্ত থেকে দল পায় ২৪ রানের ভরসা। বলে জুটমিলের পক্ষে দুটি করে উইকেট নেয় রাজবীর ঘোষ ও প্রীতম রায়রা। একটি করে উইকেট নেয় অপরাজিত বৈশ্য ও দীপ ঘোষরা। পাল্টা খেলতে নেমে জুটমিল শিবির রানের চাপে শুরু থেকেই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এই চাপ আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি দল। সুবাদে ২৮.৩ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ৭৩ রানই করতে সক্ষম হয় দল। ব্যাটে দলের হয়ে জয়দীপ সরকার ২০, অসিত সাহা ১২, দীপ ঘোষ ১৬ রানই করতে সক্ষম হয়। বলে ক্রিকেট অনুরাগীর পক্ষে শাহীন জামান তিনটি এবং দুটি করে উইকেট নেয় আয়ুষ্মান সেন ও দিগ্বিজয় দেববর্মারা। সুবাদে বিশাল রানের ব্যবধানে জয় হাসিল করে নেয় ক্রিকেট অনুরাগী দল।

Kabi Nazrul idyalaya, Sonamura, Sepahijala District
Notice Inviting Quotations for supply and installation of Leser Printers

Sealed quotations are hereby invited from reputed Manufacturers or Suppliers to supply five nos. of Laser Printer including carrying charge. Last date of receipt of quotation is 10-01-2024 4pm.

Specification:
1) Canon MF244DW Wi-Fi All-in-One Monochrome Laser Printer with ADF & Duplex Terms and Condition:
1) Selected Quotationer will have to supply the work within 5 days from the receipt of the work/supply order.
2) The college authority reserves the right to accept/reject any quetation(s) without assigning any reason thereof.

ICA/C-3963/24

Dr. Sukamal Kanti Ghosh
Principal in Charge
Kabi Nazrul Mahavidyalaya
Sonamura, Sepahijala District.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 24/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24, Dated:-05-01-2024

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3.00 PM on 19-01-2024 for the following works:-
1. DNIT NO:- 52/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24
2. DNIT NO:- 53/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24
3. DNIT NO:- 54/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24
4. DNIT NO:- 55/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24
5. DNIT NO:- 56/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9436452719(M) // 7005353321 (M). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-3955/24

(Er. N. C.Roy)
Executive Engineer
Medical College Division, PWD (R&B)
Kunjaban, Agartala.

NOTICE INVITING TENDER NO :- 05/CEO/BMC/BLN/ 2023-24 DT. 26/12/2023

The Chief Executive Officer, Belonia Municipal Council, Belonia, South Tripura invites on behalf of the "Administrator (S.D.M, Belonia) of Belonia Municipal Council" sealed percentage of rate tenders (PWD Form-7) form the Central & State public sector undertaking/ Enterprise and eligible contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway /Other State PWD up to 3.00 P.M on 12/01/2024 for the following works

SI No	NAME OF WORK	ESTIMATE COST(RS.)	EARNEST MONEY(RS.)	TIME FOR COMPLETION	COST OF TENDER FORM (RS.) NON REFUNDABLE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	D.N.I.T NO-37/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	194,951/-	3,883/-	90 days	1000.00	Upto 16.00 Hrs. on 09/01/2024	12/01/2024 upto 15.00 Hrs.	Likely to be opened at 15.30 Hrs. on 12/01/2024 if Possible.	BELONIA MUNICIPAL COUNCIL
02	D.N.I.T NO-38/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	193,990/-	3,880/-		1000.00				
03	D.N.I.T NO-39/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	193,718/-	3,874/-		1000.00				
04	D.N.I.T NO-40/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	193,723/-	3,874/-		1000.00				
05	D.N.I.T NO-41/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	193,642/-	3,873/-		1000.00				
06	D.N.I.T NO-42/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	233,304/-	4,666/-		1000.00				
07	D.N.I.T NO-43/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	193,179/-	3,864/-		1000.00				
08	D.N.I.T NO-44/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	193,693/-	3,874/-		1000.00				
09	D.N.I.T NO-45/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	193,893/-	3,878/-		1000.00				
10	D.N.I.T NO-46/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	194,093/-	3,882/-		1000.00				
11	D.N.I.T NO-47/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	193,922/-	3,878/-		1000.00				
12	D.N.I.T NO-48/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	193,786/-	3,876/-		1000.00				
13	D.N.I.T NO-49/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	193,896/-	3,878/-		1000.00				
14	D.N.I.T NO-50/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	193,828/-	3,877/-		1000.00				
15	D.N.I.T NO-51/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	193,760/-	3,875/-		1000.00				
16	D.N.I.T NO-52/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	194,055/-	3,881/-		1000.00				
17	D.N.I.T NO-53/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	193,919/-	3,878/-		1000.00				
18	D.N.I.T NO-54/CEO/BMC/2023-24, Dt.22/12/2023	194,058/-	3,881/-		1000.00				

Detailed tender Notice and Draft N.LT. can be seen in the office of the Belonia Municipal Council, Belonia, South Tripura. Earnest money in the form of Deposit - at- call receipt of a scheduled Bank guarantee by the Reserve Bank of India in favour of the Chief Executive Officer, Belonia Municipal Council. The undersigned also reserves the right to accepted or to reject the tender(s) without assigning any reason.
Selling Date :- Upto 16.00 Hrs. on 09/01/2024
Dropping Date :- 12/01/2024 upto 15.00 Hrs.

ICA/C-3950/24

Chief Executive Officer
Belonia Municipal Council
Belonia, South Tripura

ইন্দ্ররাণী, মৌচৈতি, অন্নপূর্ণাদের সাফল্যে জাতীয় মহিলা ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক ত্রিপুরার

ত্রিপুরা-১৮৪/৭ কর্ণাটক- ১৪৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। জয়ের হ্যাটট্রিক করলো ত্রিপুরা। টানা জয়ে 'বি' গ্রুপে শীর্ষ স্থান বজায় রাখলেন অন্নপূর্ণা দাস-রা। সোমবার ভুবনেশ্বরের কিট আকাদেমি মাঠে ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়ে ত্রিপুরা পরাজিত করে শক্তিশালী কর্ণাটককে। ৩৭ রানে। সিনিয়র মহিলাদের একদিবসীয় ক্রিকেটে। ত্রিপুরার গড়া ১৮৪ রানের জবাবে কর্ণাটক ১৪৭ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরার ইন্দ্ররাণী জমাতিয়া ৭৩ রান করেন। সোমবার সকালে টসে জয়লাভ করে কর্ণাটকের অধিনায়িকা ত্রিপুরাকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। ত্রিপুরার দুই ওপেনার মৌচৈতি দেবনাথ এবং ইন্দ্ররাণী জমাতিয়া শুরুটা ধীর গতিতে করলেও দলকে বড় স্কোর গড়ার রাস্তা তৈরী করে দেন। বিপক্ষের যাবতীয় আক্রমণ ঠান্ডা মাথায় রুখে দিয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন দুজন। ওপেনিং জুটিতে দুজন ১৫৯ বল খেলে ৮৩ রান যোগ করেন। মৌচৈতি ৯৪ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ রান করেন। এরপরই দ্রুত উইকেট হারাতে থাকে ত্রিপুরা। শেষ দিকে পেশাদার ক্রিকেটার হেনা হটচান্দিনী কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। ইন্দ্ররাণী ১০৫ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির ৭৩ রান করেন। হেনা ৫৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রান করেন। ত্রিপুরা নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮৪ রান করে। কর্ণাটকের পক্ষে সাহানা এস পাওয়ার ২০ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরার বোলারদের সাড়াশি আক্রমণে শুরু থেকেই কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলো কর্ণাটক।

ত্রিপুরার হয়ে বল হাতে আক্রমণে নেতৃত্ব দেন দলনায়িকা অন্নপূর্ণা দাস। কর্ণাটক ৩৯.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৪৭ রান করতে সক্ষম হয়।

কর্ণাটকের হয়ে একমাত্র লড়াই করেন ডি ভ্রিন্দা। কর্ণাটকের ওই ওপেনারটি ৮২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বোচ্চ ৫৫ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে সি প্রত্যুষা ৪৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩,বেদা কৃষ্ণমূর্তি ৩২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং পুষ্পা কে ৩২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে দলনায়িকা অন্নপূর্ণা দাস ২২ রানে ৫ টি এবং সুরভি রায় ৩৭ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। আসরে ৩ ম্যাচে খেলে সবকটিতে জয়লাভ করে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ত্রিপুরা। ১০ জানুয়ারি ত্রিপুরা চতুর্থ ম্যাচ খেলবে বিদর্ভের বিরুদ্ধে। ওই ম্যাচে জয় পেলে ত্রিপুরার গ্রুপ থেকে বেরুনো অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যাবে।

গ্রামীন ক্রীড়ার মান উন্নয়নে রাজ্যে ৪১ টি ডেডিকেটেড কোচিং সেন্টার চালু করা হয়েছে: ক্রীড়ামন্ত্রী

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি : গ্রামীন ক্রীড়ার মান উন্নয়নের লক্ষে রাজ্যে ৪১ টি ডেডিকেটেড কোচিং সেন্টার চালু করা হয়েছে। যেখানে রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্তের খেলোয়াড়রা উন্নত মানের প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খেলোয়াড়রা দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশগ্রহণ করে রাজ্যের সুনাম বৃদ্ধির চেষ্টা করবে। আজ বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মার এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় এ কথা জানান। বিধানসভায় ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড পরিচালিত রাজ্যভিত্তিক স্কুলস্তরের ক্রীড়ায় জয়ীদের বছরে ১,২০০ টাকা স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বার্ষিক কর্মসূচিতে জনজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

আজ বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক নয়ন সরকারের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় জানান, পানিসাগরে আঞ্চলিক শারীর শিক্ষা কলেজে আন্তর্জাতিক মানের সুইমিং পুল নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। বাধারঘাটে দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আন্তর্জাতিক মানের সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক ও সিন্থেটিক হকি মাঠ নির্মাণের কাজ চলছে। বিধানসভায় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী জানান, খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে আন্তর্জাতিক মানের সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের পথে। জম্পুইজলায় সুধন্য দেববর্মা স্মৃতি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে আন্তর্জাতিক মানের সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠ নির্মাণের কাজ চলছে। এন. এস.আর.সি.সি.তে উন্নতমানের বাস্কেটবল মাঠ তৈরি করা সহ তেলিয়ামুড়াতে একটি মাল্টি পারপাস স্পোর্টস হল নির্মাণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বিধানসভায় ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, ব্লকস্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত জুডো, সাঁতার এবং অ্যাথলেটিক্স এই তিনটি ইভেন্টকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় স্তরে খেলোয়াড়দের মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় প্রতিযোগিতায় দল পাঠানোর পূর্বে আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে এবং সুস্থ জীবনশৈলী অভ্যাসের জন্য সারা রাজ্যব্যাপী খেলো ত্রিপুরা সুস্থ ত্রিপুরা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর অঙ্গ হিসেবে সারা রাজ্যব্যাপী নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নানা ধরনের গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পদকজয়ীদের জন্য "মুখ্যমন্ত্রী প্রতিভাশালী পুরস্কার প্রকল্প" চালু করা হয়েছে। বিধানসভায় ক্রীড়ামন্ত্রী আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের ৮ টি জেলায় মোট ১৩ টি খেলো ইন্ডিয়া সেন্টারের অনুমোদন পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ৬ টি সেন্টারে চুক্তিবদ্ধ কোচ (প্রশিক্ষক) নিয়োগ করে সেন্টারে চালু করা হয়েছে। অবশিস্ট ৭ টি সেন্টারের জন্য কোচ নিয়োগ করে চালু করা হবে। স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (সাই) স্টেট সেন্টারে জাতীয় ও আন্তরজাতিক মানের জুডো, এথলেটিক্স, সুইমিং, ফুটবল ও জিমন্যাষ্টিক্স এই পাঁচটি বিভাগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কর্ণেল সি কে নাইডু ক্রিকেটে ব্যাটিং ব্যর্থতায় পরাজয়ের সম্মুখীন ত্রিপুরা

চন্ডিগড়- ৩৯০/৯ (ডি:) ত্রিপুরা- ১৩১ ও ৪৬/৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।।ব্যাটিং ব্যর্থতায় পরাজয়ের প্রহর গুনছে ত্রিপুরা। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে মঙ্গলবার তৃতীয় দিনের মধ্যান্ন ভোজের আগেই গুটিয়ে যাবে ত্রিপুরার লেজ। অনূর্ধ-২৩ কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে পরাজয় এড়াতে ত্রিপুরার দরকার আরও ২১৩ রান। হাত রয়েছে মাত্র ৩ উইকেট। ফলে ত্রিপুরার ইনিংস পরাজয় এনেকটাই নিশ্চিত। সফররত চন্ডিগড়ের গড়া ৩৯০ রানের জবাবে ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৩১ রান করতে সক্ষম হয়। ২৫৯ রানে পিছিয়ে থেকে ফলোঅনে খেলতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরা ৭ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৪৬ রান করতে সক্ষম হয়। প্রথম দিনের বিনা উইকেটে ৫ রান নিয়ে খেলতে নেমে প্রথম ইনিংসে ৪২.১ ওভার ব্যাট করার ফাঁকে মাত্র ১৩১ রানে গুটিয়ে যায়। ত্রিপুরার পক্ষে অমিত আলি ৬০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, সেন্টু সরকার ৮৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ এবং ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ২৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করেন। ত্রিপুরার আর কোনও ব্যাটসম্যান রুখে দাড়াতে পারেননি। চন্ডিগড়ের পক্ষে নীল ১৩ রানে, অমিত শুক্লা ২৫ রানে ৩ টি করে এবং অর্জুন আজাদ ১৪ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। ২৫৯ রানে পিছিয়ে থেকে ফলোঅনে খেলতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরা ২৬ ওভার ব্যাট করে ৭ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৪৬ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরার পক্ষে আরমান হুসেন ৬৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং রিয়াজ উদ্দিন ৪১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে

সদরে ছোটদের ক্রিকেটে দশমীঘাটকে হারিয়ে জয়ে ফিরল তরুণ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। তরুণ সংঘে আটকে গেল দশমিঘাট কোচিং সেন্টার। সোমবার নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে তরুণ সংঘ মুখোমুখি হয় দশমিঘাট কোচিং সেন্টারের। ম্যাচে তরুণ সংঘ শিবির ৭১ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো দশমীঘাট কোচিং সেন্টারকে। প্রথমে ব্যাট করে তরুণ সংঘ দল ৩৪.৫ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৪৪ রান। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে ইয়াতরাত সিনহা সর্বাধিক ৬৯ রান করে। এছাড়া সুভাষ দাস ১৬,শিবরাজ ঘোষ ১৪, অনুপম ঘোষ ১১, রাজদীপ সাহা ১৩ রানে নট আউট থাকে।রানের ব্যবধানে জয় হাসিল করে নিলো তরুণ সংঘ দল।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের নাম ওল্ড আগরতলা আর. ডি. ব্লকের অন্তর্গত **PMAY-G** অপেক্ষমান তালিকায় (Kutcha House/Awaas Plus) লিপিবদ্ধ আছে।কিন্তু আপনাদের নিজ নিজ পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই ব্লক এলাকায় না থাকায়/প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায়/পরিবারে সরকারী কর্মচারী থাকায়/সরকারী ঘর নিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়/পূর্বে সরকারী ঘর পাওয়ায়/মৃত এবং পরিবারে অন্য কেও না থাকায়/একই পরিবারে অন্য একজন ঘর পাওয়ায় অথবা ভূমিহীন ইত্যাদি বিভিন্ন কারনে আপনাদেরকে ঘর দেওয়া যাচ্ছেনা। তাই এই পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদেরকে অবগত করা যাচ্ছে যে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ৭ (সাত) দিনের (Working days) মধ্যে যদি নিম্নোক্ত তালিকায় আপনার নাম থেকে থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রমানাদি নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত/ভিলেজ কমিটি অফিসে অথবা ওল্ড আগরতলা আর ডি ব্লক অফিসের PMAY-G সেকশনে ঘর পাওয়ার জন্য আবেদন করুন। অন্যথায় আপনাদের নাম **PMAY-G** অপেক্ষমান তালিকায় (Kutcha House/Awaas Plus) থেকে অপসারন করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরন করা হবে এবং পরবর্তী সময়ে এই তালিকা থেকে আপনাদের আর ঘর দেওয়ার কোনোরকম সুযোগ থাকবেনা ।

Sl No	Name of GP	PMAYG ID	Name of the Beneficiaries
1	Bridhyanagar GP	TR1060089	Krishna Debnath
2	Bridhyanagar GP	TR1253946	Pankaj banik
3	Bridhyanagar GP	TR1330432	Swapan Paul
4	Dhupcherra VC	TR1071499	Junura
5	Paschim Champamura GP	TR1076389	Babul Paul
6	Paschim Champamura GP	TR1112299	Manoranjan Sarkar
7	Paschim Champamura GP	TR1253955	Rajesh Sing
8	Paschim Noabadi GP	TR1055941	Anupa Begam
9	Paschim Noabadi GP	TR1051498	Alen Miah
10	Tulakona GP	TR1057573	Renu Roy
11	Tulakona GP	TR1172862	Juno Rani Sarkar
12	Durgachoudhury GP	TR1149339	Jogesh Debbarma
13	Meghlipara GP	TR1160895	Upendra Das
14	Meghlipara GP	TR1148935	Ratan Dey
15	Meghlipara GP	TR1124595	Pramila Tanti
16	Meghlipara GP	TR1231082	Shefali Haldar
17	BRIDDHANAGAR GP	TR126913829	Cinubala debnath
18	BRIDDHANAGAR GP	TR134279022	Lakhan Deb
19	BRIDDHANAGAR GP	TR134690559	Soma Das
20	BRIDDHANAGAR GP	TR148196201	Sachirani Debnath
21	BRIDDHANAGAR GP	TR149591681	Lakhi Harijan
22	BRIDDHANAGAR GP	TR149591888	Usha Das
23	Paschim Noagaon GP	TR125061561	Mamata Debnath
24	Paschim Noagaon GP	TR129551408	Ranibala Debnath
25	PURBA NOAGOAN	TR145762621	Arun Debnath
26	PURBA NOAGOAN	TR137326935	Sarala Debnath
27	RADHAKISHORENAGAR GP	TR136082415	Narayan Das
28	Durgachoudhury GP	TR1173225	GITA RANI DAS
29	MEKHLIPARA	TR1038970	RAKHAL SABAR
30	MEKHLIPARA	TR1400525	Shibu Tanti

ICA/D-1567/24

Block Development Officer
Old Agartala RD Block, West Tripura.

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

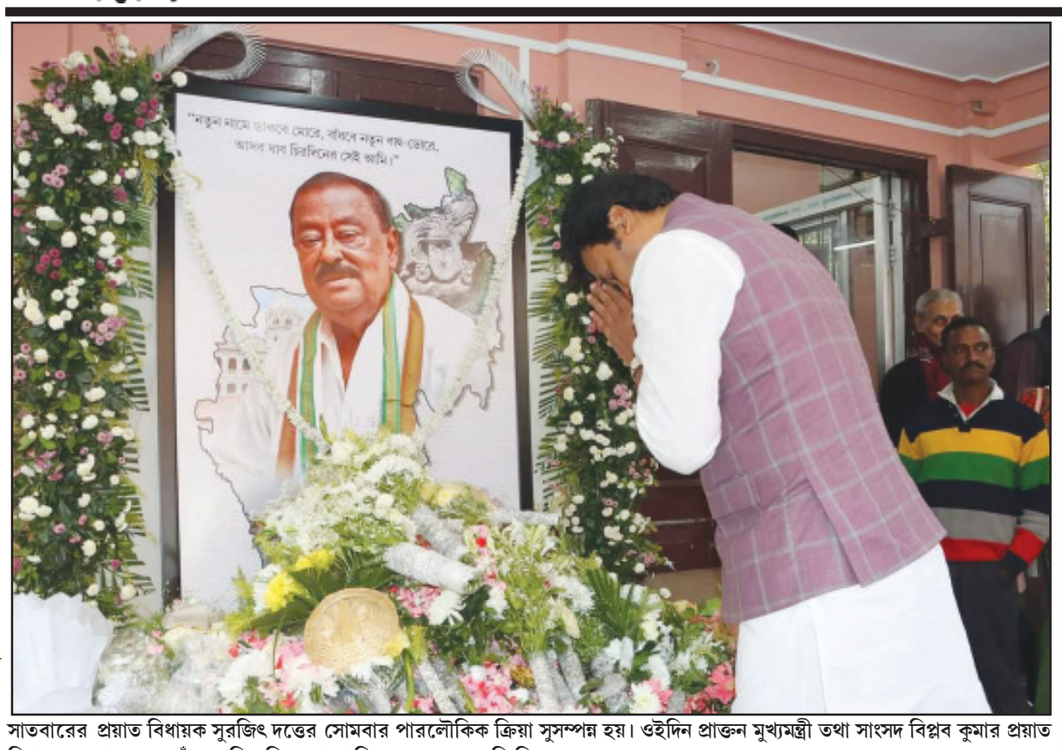

সাতবারের প্রয়াত বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের সোমবার পারলৌকিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। ওইদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার প্রয়াত বিধায়কের বাসভবনে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ছবি নিজস্ব।

প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিশালগড়ে রাজ্যসভার সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ জানুয়ারি।। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প গুলো জনসম্মুখে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সোমবার থেকে পঞ্চাশ দিন আগে চালু করেছিলেন বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার। উদ্দেশ্যে একটাই জনগণকে বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে অবগত করানো, কেননা জনগণের বিকাশ হলেই দেশ বিকশিত হবে। সোমবার বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হওয়াতে প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান করে সারা দেশের সুবিধাভোগী জনগণের সাথে মতবিনিময় করেন। সোমবার বিশালগড় বিধানসভার লস্কর চৌমুহনী এলাকায় এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, বিশালগড়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ডল সভাপতি তপন দাস সহ বিশালগড় বিধানসভার সমস্ত স্তরের কার্যকর্তারা। প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল সভায় সারা দেশের কয়েক লক্ষ মানুষ যোগদান করেন। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গার লাভার্থীদের সাথে কথা বলেন, তাদের অগ্রগতি থেকে অন্যদের উৎসাহিত হতে আহ্বান জানিয়েছেন।বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার মাধ্যমে সারা দেশের এগারো কোটি মানুষ সামিল হয়েছেন। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী এদিন স্ব-সহায়ক দলের মাধ্যমে মহিলারা কিভাবে স্বনির্ভর হচ্ছেন সেই বিষয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন সমগ্র দেশের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের গুচ্ছ কর্মসূচিগুলির সুফল পৌঁছে দিতে ও জনজাগরণ তৈরিতে প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এক সাধুবাদযোগ্য প্রয়াস। গত দশ বছরে প্রধানমন্ত্রী এই দেশের উন্নয়নে প্রচুর কাজ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর গ্যারান্টির বার্তা প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ৮ জানুয়ারি : বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা জনসাধারণের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রীর গ্যারান্টির বার্তা, এভাবেই ব্যাখ্যা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। আজ মোহনপুর সংলগ্ন আর ডি ব্লকে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

এদিন প্রতীমা ভৌমিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেন, সবার জন্য ঘর, শৌচালয়, অটল পেনশন, ৫ কেজি চাল এসবের গ্যারান্টির বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাথে তিনি যোগ করেন, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী হিসেবে কাজ করছেন তাঁরা পরিবার প্রতিপালন করতে গিয়ে ঘর নির্মাণ করতে পারেননি এবং সরকারী চাকরিতে বেতন কম পাচ্ছেন এমন প্রত্যেক নাগরিক ঘর পাবেন। এমনকি রিয়াং শরণার্থীরাও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর পাবেন। সাথে শৌচালয় এবং জলের ব্যাবস্থা করা হবে, বলেন তিনি।

টিএসআরে ১৩৮ জন মহিলার চাকুরী হয়েছে : বিধানসভায় তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি : মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষন চালু হওয়ার পর ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে টিএসআরে ১৩৮ জন মহিলার চাকুরী হয়েছে। আজ এয়োদশ বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায়ের প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য দিলেন জনশক্তি ও পরিকল্পনা দফতরের পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।

১০ শতাংশ সংরক্ষন চালু হওয়ার পর ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে মহিলাদের চাকুরী হয়েছে তা নিয়ে বিধানসভায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিধায়ক গোপাল রায় অতিরিক্ত প্রশ্নে তুলে জানতে চেয়েছেন, গত এক বছরের রাজ্যে ৬৪টি দফতরে কতজন মহিলার চাকুরী হয়েছে? সাথে তিনি যোগ করেন, মন্ত্রী টিঙ্কু রায় শুধু গত এক বছরে আরক্ষা দফতরের নিয়োগ সংখ্যা তুলে ধরেছেন। তাই তিনি বিভিন্ন দফতরে নিয়োগ তথ্য তুলে ধরার জন্য দাবি পেশ করেন। জবাবে মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, বাকি দফতরের নিয়োগের তথ্য এই মুহূর্তে উপলব্ধ নেই। পরবর্তী সময়ে বিধানসভায় সেই তথ্য তুলে ধরা হবে।

পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে উত্তর জেলার কারাগার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জানুয়ারি।। রাজ্যের কারাগারগুলো নানা পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে। এ ব্যাপারে দপ্তর কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্বজ্ঞান নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগন।

উত্তর জেলার সদর জেলা কারাগারে কোনো ধরনের গাড়ির ব্যবস্থা নেই। তাই হঠাৎ করে কারাগারে বন্দি আসামীরা শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে রিক্সাই একমাত্র ভরসা। রবিবার রাতে ধর্মনগরের উত্তর জেলা কারাগার থেকে বন্দী কয়েদি ফারুক মিয়া (২১), বাড়ি দক্ষিণ কদমতলা, সে হঠাৎ করে মাথা ঘুরিয়ে জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে বুকে ব্যথা পায়। জরুংরীকালীন ভিত্তিতে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে কারারক্ষীরা ই-রিক্সা করে তাকে রাতেই উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে সাথে সাথে রাতেই জেলা কারাগারে নিয়ে যায়। কিন্তু যেভাবে ফারুক মিয়াকে নিয়ে আসা হয়েছে তা যে কোন সময় সে ইচ্ছে করলেই কারারক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে পারতো। একপ্রকার আইনী নির্দেশ অমান্য করে এভাবেই চলছে কারাগারের কাজ।

এই বিষয়ে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সাধারন নাগরিকের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মনগর জেলা কারাগারে একটি গাড়ির ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে। উল্লেখ্য সরকার বর্তমানে কারাগারকে নাম পরিবর্তন করে সংশোধনাগার করেছে। অথচ এসব সংশোধনাগার গুলি নানা পরিকাঠামোর অভাবে ভুগছে। কারা দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং দপ্তর কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।এমনটাই দাবি সাধারনের।

শিক্ষকের দাবিতে গেইটে তালা ঝুলালেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৮ জানুয়ারি।। বিপ্লবী সূর্যসেন বিদ্যামন্দির নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রাতঃবিভাগের শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন লাটে উঠেছে। এই অভিযোগ তুলে আজ সকালে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে বিদ্যালয়ের গেইটে তালা ঝুলালেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা।

ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ বিদ্যালয়ে প্রাতঃ বিভাগের প্রতিদিন দুইটি বিষয়ে পড়াশুনা করানো হচ্ছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ১জন। ওই বিদ্যালয়ে ৭০ জন ছাত্র ছাত্রী পাঠরত আছেন। চলতি মাসে ১০ জানুয়ারি ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষা শুরু হবে। তার উপর প্রধানশিক্ষককে বদলি করা হয়েছে। ফলে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন লাঠে উঠেছে। এছাড়াও, বিদ্যালয়টি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত বলে অভিযোগ। আজ শিক্ষক স্বল্পতার প্রতিবাদে দ্রুততার সহিত নিয়োগের দাবিতে বিদ্যালয়ের গেইটে তালা ঝুলালেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। খবর পেয়ে ঘটনাসলে ছুটে গিয়েছেন প্রসাশনের উচ্চ পদস আধিকারিকরা সহ শিক্ষকরা। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছে দ্রুত সমস্যা সমাধান করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করেন অভিভাবকরা।

বিজেপি রাজ্য সহ সভাপতির হাত ধরে যোগদান ও বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। আজ আগরতলা পুর নিগমের ২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শর্মিষ্ঠা বর্ধনের উদ্যোগে বিন পাড়া স্কুল মাঠে যোগদান ও ১৫০ জন গরীবদের মাঝে কম্বল বিতরণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিজেপি রাজ্য সহ সভাপতি তাপস ভট্টাচার্যের হাত ধরে ২২৩ জন ভোটার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে বিজেপি দলে যোগদান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নর্থ জোনাল চেয়ারম্যান প্রদীপ চন্দ,প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ দীলিপ দাস,মন্ডল সভাপতি মুকুল রায় ও বুথ সভাপতি।

গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার পলাতক আসামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ জানুয়ারি।। গণধর্ষণের ঘটনায় জড়িত এক পলাতক আসামিকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। ২০০৫ সালে উনকোটি জেলা সদর কৈলাসহরের একটি গণধর্ষনের ঘটনার আসামি বিট্টু দাস এতদিন পর্যন্ত পলাতক ছিল। বিভিন্ন সময় তাকে আটক করার জন্য পুলিশ নানাভাবে জাল বিছানোর পরও সে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল। বিট্টু দাসের বাবার নাম বিপুল দাস,তার বাড়ি ধর্মনগরের আলগাপুরে।

সোমবার গোপন সূত্রের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার পুলিশ বিট্টু দাস বাড়িতে এসেছে জেনে তার বাড়িতে হানা দেয়। ইদানিং বিট্টু দাসের পায়ে কিছুটা অসুবিধা থাকায় সে ঠিক করে হাঁটতে পারে না। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ বিট্টু দাস (৩৪) কে গ্রেফতার করে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসে। আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য ঘটনাটি কৈলাসহরের জগন্নাথপুর এলাকায় ঘটেছিল। এই গণধর্ষনের ঘটনায় তিনজন অভিযুক্ত ছিল। তার মধ্যে একজন কারাবাস করে সাজা কেটে মুক্তি পেয়েছে। এই মামলার আরো এক আসামী এখনো পলাতক রয়েছে। পলাতক অপর আসামিকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

রাজ্যে বেকার ডাক্তার ৭৩৪ নার্স ৩২০২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে বিধায়কদের যৌথ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হয়েছে ভারত সরকার শ্রম ও কর্ম বিনিয়োগ দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে গত ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত নথিভুক্ত ডিগ্রিধারী বেকার ডাক্তারের সংখ্যা মোট ৭৩৪ জন এবং নার্সের সংখ্যা ৩২০২ জন।

এরমধ্যে এস টি বেকার ডাক্তারের সংখ্যা ১৪৭ জন, এস সি ১০৫ জন এবং জেনারেল ক্যাটাগরির সাথে ওবিসির সংখ্যা সহ মোট ৪৪২ জন।

অপরদিকে নার্স এসটি ৫৩৫ জন, এসসি ৬৬০ জন এবং জেনারেল ক্যাটাগরি সাথে ও ওবিসি ক্যাটাগরির বেকার নার্সের সংখ্যা ২০০৭ জন। বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেন বিধায়ক অনিমেষ দেববর্মা এবং বিধায়ক দীপঙ্কর সেন।

রাজ্যে রেল পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় রেল পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছে। পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্র হালাম পাড়া স্থিত ডলুবাড়ি এলাকায় ইঞ্জিন বিকল হওয়ার কারনেই রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাতে চরম দুর্ভোগের শিকার যাত্রীরা।

জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে আগরতলা থেকে গৌহাটি উদ্দেশ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমবার রাজভনে রাজ্যপালের সাথে এক সৌজন্যসাক্ষাতে মিলিত হন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিমন্ত্রী।

ককবরক ভাষায় রোমান হরফ চালু করার দাবিতে বিধানসভায় সোচ্চার বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ককবরক ভাষা রাজ্যের স্বীকৃত সরকারি ভাষা হলেও সব নিয়ে বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না। বিষয়টি নিয়ে ককবরক ভাসাভাষী লোকজনেরা দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ইহার কোন সমাধান এখনো পর্যন্ত হয়নি। বিধানসভা অধিবেশনে বিষয়টি উঠেছে। এবার শীতকালীন অধিবেশনে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা।

ককবরক ভাষায় রোমান হরফ চালু করার দাবিতে ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশনে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা অমিমেষ দেববর্মা। বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন নানা কর্মসূচির মধ্যে রোমন হরফে ককবরক ভাষা চালু করার বিষয়টিও ওঠে।

বিরোধী দলনেতা এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব বিধানসভায় উত্থাপন করেন। কিন্তু সরকার পক্ষের সদস্যরা তাতে তীব্র আপত্তি জানান। ফলে বিরোধী বেঞ্চ ও ট্রেজারি বেঞ্চের মধ্যে শুরু হয় তীব্র বাকবিতণ্ডা। একসময় অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

অধিবেশনে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা বলেন, জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে অবিলম্বে রোমান হরফে ককবরক ভাষা চালু করা প্রয়োজন। তাতে জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের পঠন—পাঠনের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। যদিও বিরোধী দলনেতার এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করা হয়নি।

সরকার পক্ষের সদস্যরা তাতে তীব্র আপত্তি জানান। বিরোধী তিপ্রা মথা দলের সদস্যরা ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষায় রোমান হরফ চালু করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন এদিন। তাদের সাথে শাসক দলের সদস্যদের শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। একসময় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অধিবেশন।

জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে অবিলম্বে রোমান হরফে ককবরক ভাষা চালু করার দাবি জানায় বিরোধী তিপ্রা মথা দলের সদস্যরা। যদিও শাসক দল রোমান হরফের বিরোধী। এই প্রস্তাব সমর্থন করেনি শাসক দল। প্রসঙ্গত, বিধানসভার বাইরেও ইতিপূর্বে তিপ্রা মথার তরফ থেকে ককবরক ভাষায় রোমান হরল চালু করার দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে কোনও হেলদোল নজরে আসেনি।

অকাল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ১ লক্ষ ৯৬০ জন কৃষক ক্ষতিপূরণ পাবার জন্য বিবেচিত হয়েছেন: কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। রাজ্যে গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের অকাল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ১ লক্ষ ৯৬০ জন কৃষক ক্ষতিপূরণ পাবার জন্য বিবেচিত হয়েছেন। এই দুই মাসের অকাল বৃষ্টির কারণে মোট ২৮ কোটি ৭২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর থেকে রাজ্যের রাজস্ব দপ্তরের ও সংশ্লিষ্ট বীমা কোম্পানীর কাছে পাঠানো হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক সুদীপ সরকার ও বিধায়ক ইসলামউদ্দিনের আনা একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের জবাবে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ এই তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, ২০২৩ সালের ১৬ থেকে ১৮ নভেম্বর এবং ৬ থেকে ৮ ডিসেম্বর রাজ্যে অকাল বর্ষণের কারণে কৃষকদের ফসল বিশেষ করে ধান ও সব্জীর ক্ষতি হয়। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারিগণ তৎক্ষণাৎ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন এবং প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে উর্দতন কর্তৃপক্ষের এবং বীমা কোম্পানীর নজরে নেন। এরপর গ্রাম, ব্লক ও জেলস্তরে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নামের তালিকা, জমির পরিমাণ ও ফসলের ক্ষতির শতাংশের হিসাব নিরূপণ করা হয় যাতে এসডিআরএফ/এনডিআরএফ প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা প্রদান করা হয়।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় নথিভুক্ত ক্ষিতগ্রস্ত কৃষকদের সংখ্যা ও ক্ষতির পরিমাণ দপ্তরের আধিকারিক, কর্মচারি এবং বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধিদের নিয়ে যুগ্ম সমীক্ষার মাধ্যমে নিরূপন করা হয় এবং প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য বীমা কোম্পানী যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বিধানসভায় কৃষিমন্ত্রী জানান, এসডিআরএফ/এনডিআরএফ-র নীতি নির্দেশিকা অনুসারে কোন কৃষকের ফসল তেত্রিশ শতাংশের উপর ক্ষতি হলে তিনি ক্ষতিপূরণ পাবার জন্য বিবেচিত হয়ে থাকেন। সেই নির্দেশিকা অনুসারে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের অকাল বৃষ্টিতে মোট ৯৭ হাজার ৯৪৭ জন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের এসডিআরএফ/এনডিআরএফ থেকে সাহায্যের জন্য মোট ২৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর থেকে রাজ্যের রাজস্ব দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে।

বিধানসভায় কৃষিমন্ত্রী আরও জানান, এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের অকাল বৃষ্টিতে ফসল কাটার পর জমিতে পড়ে থাকা অবস্থায় মোট ৩ হাজার ১৩ জন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ক্ষতিপূরণ পাবার জন্য বিবেচিত হয়েছেন। এর মধ্যে নভেম্বর মাসে ৮৭৪ জন এবং ডিসেম্বর মাসে ২ হাজার ১৩৯ জন কৃষক ক্ষতিপূরণ পাবার জন্য বিবেচিত হয়েছেন।

কৃষিমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের অকাল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত মোট ৩ হাজার ১৩ জন কৃষক বীমা কোম্পানীর থেকে মোট ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাবার জন্য বিবেচিত হয়েছেন। এর মধ্যে নভেম্বর মাসের বৃষ্টিতে ক্ষতির পরিমাণ ৪৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং ডিসেম্বর মাসের বৃষ্টিতে ক্ষতির পরিমাণ ৬৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। আশা করা যাচ্ছে বীমা কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের টাকা অতিসত্বর প্রদান করবে।

সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার বন্ধে বিধানসভায় আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ।। ভারত সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের পরিবেশ সুরক্ষা আইন-১৯৮৬-এর শব্দ দূষণ (প্রবিধান ও নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা অনুযায়ী) বিধিমালা, ২০০০ অনুযায়ী লাউড স্পিকার, পাবলিক এড্রেস সিস্টেম, শব্দবর্ধক যন্ত্র এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র রাত ১০টা থেকে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত উন্মুক্তস্থানে ব্যবহার করা যাবে না। শুধুমাত্র আবদ্ধ স্থান, প্রেক্ষাগৃহ, সভাকক্ষ এবং আপৎকালীন পরিস্থিতিতে রাত্রিকালীন সময়ে এসব যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক সুশান্ত দেব দ্বারা আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাবে একথা বলেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রতনলাল নাথ। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি ছিল "ভয়ংকর শব্দদূষণ ঠেকাতে রাজ্যে সমস্ত ধরনের অনুষ্ঠানে ডিজে সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার জন্য জনস্বার্থে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে"।

এ বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রতনলাল নাথ আরও বলেন, রাজ্যে লাউড স্পিকার ও পাবলিক এড্রেস সিস্টেম সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের লিখিত অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যায় না। রাজ্য সরকার সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং বিশেষ উৎসবের দিনগুলিতে লাউড স্পিকার, পাবলিক এড্রেস সিস্টেম, শব্দবর্ধক যন্ত্র এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের সময়সীমা রাত ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বছরে ১৫ দিনের জন্য বর্ধিত করতে পারে। তিনি আরও বলেন, ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইব্যুনালের আদেশ অনুসারে রাজ্য সরকার সমস্ত ধরনের সাউন্ড সিস্টেম, পাবলিক এড্রেস সিস্টেমের উপর সাউন্ড লিমিটারের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। এ উদ্দেশ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।শব্দ ও বায়ুদূষণ রোধে দীপাবলি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে শব্দবাজি ব্যবহার রাজ্যে নিষিদ্ধ রয়েছে।

তিনি আরও জানান, মধ্যপ্রদেশের রাজ্য সরকার সম্প্রতি এই ধরনের লাউড স্পিকার, পাবলিক এড্রেস সিস্টেম, শব্দবর্ধক যন্ত্র এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের অনিয়ন্ত্রিত ও অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নির্দেশিকা জারি করেছে। রাজ্যেও এই ধরনের আইন প্রয়োগ করা যায় কিনা তা দেখা হবে। তিনি বলেন, শব্দদূষণ রোধে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আরক্ষা প্রশাসনও যাতে এ সকল ক্ষেত্রে অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তারজন্য রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নেবে। এক্ষেত্রে তিনি জনপ্রতিনিধিদেরও আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার জন্য আহ্বান রাখেন। এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর আলোচনা করেন এবং সমর্থন জানান বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।